"শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" সম্বন্ধে—

ভারত-বিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশাবতংস প্রভুপাদ **শ্রীল শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী** সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয় বলেনঃ—

"আমি শ্রীমান্ নরহরি দাস ভাগবতভূষণ সম্পাদিত শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। * * শ্রীমানের ব্যাখ্যানচাতুর্য্য সুমধুর। ব্যাখ্যা পড়িলে মন স্বতই আনন্দ-ধারায় আপ্লুত হয়। * * ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহার উৎকর্ষ প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। যিনি পড়িবেন, তিনিই ব্যাখ্যা কৌশল বুঝিতে পারিবেন। * * ব্রজপরকীয়াতত্ত্বের মীমাংসাটীও অতি সুন্দর হইয়াছে * *। মোটকথা "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" এরূপভাবে আর কখনও প্রকাশ হয় নাই"

প্রকাশকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

(১) শ্রীশ্রীলগোপালগুরুগোস্বামিপাদানাং শিষ্যবর্য্যেণ শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী পাদেন বিরচিতা **শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন স্মরণ পদ্ধতি** গৌড়িয় বৈষ্ণবগণের নিত্যকৃত্য উপাসনা পদ্ধতি।

(২) শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী সিদ্ধ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বিরচিতা **শ্রীশ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা** বৈষ্ণববৃন্দের নিত্যকৃত্য উপাসনা পদ্ধতি।

(৩) **শ্রীশ্রীনরোত্তমবিলাস** শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিতা।

প্রকাশক : (প্রাপ্তিস্থান)

শ্রীগৌরসুন্দর দাস

ঘনমাধব ঘেরা, পোঃ— রাধাকুণ্ড, জিলা—মথুরা, উত্তর প্রদেশ।

পিন—২৮১৫০৪

[illegible] শরণম্

শ্রী[illegible]প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা

শ্রীনরহরি দাস ভাগবতভূষণ-

কাব্যতীর্থ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ-

ভূতপূর্ব্ব শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহান্ত

সম্পাদিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণম্।

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রণীত।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত টীকা সমলঙ্কৃত।

—:০:—

শ্রীবৃন্দাবন-বৈষ্ণবদর্শন-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক,

"সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ-সম্পাদক,

শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসী

শ্রীমদ্ হরিদাস ভাগবতভূষণ-কাব্যতীর্থ-

বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ-

কর্ত্তৃক,

তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা-সহ

সম্পাদিত ও

প্রকাশিত।

—:০:—

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৪, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭

Rl. 20.00

Rl. 20.00

সম্পাদকের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।

যাঁহার করুণায় শ্রীমদ্ভাগবত, ষট্‌সন্দর্ভ ও গোবিন্দভাষ্যাদি বৈষ্ণবদর্শন-
শাস্ত্র-সমূহ আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, যিনি
কৃপা করিয়া সুবিমল রাগানুগা-ভক্তিমার্গের
দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন;
যাঁহার উপদেশের ফলে মাদৃশ অযোগ্য জন কর্ত্তৃক, রাগানুগাভক্তিপথের
পথিক বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ-ভজনপথ-প্রদর্শিকা
এই—
"শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা"
টীকা ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইল;
সেই—
ভারতবিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমদ্‌গৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য,
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজ, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশাবতংস,
প্রভুপাদ—

শ্রীল শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী

সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের শ্রীচরণকমলে
চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে
আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কৃত টীকা

অদ্বৈত প্রকটীকৃতো নরহরি প্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো নিত্যানন্দ সখঃ সনাতন গতিঃ শ্রীরূপ হৃৎ কেতনঃ। লক্ষ্মী প্রাণপতি র্গদাধর রসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদঃ সদয়তাং দেবঃ শচীনন্দন। তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরুং প্রতি নমোঽস্তু কিম্ভূতায়? যেন গুরুণা মম চক্ষুঃ নেত্রমুন্মীলিতম্। মম কিম্ভূতস্য অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য অজ্ঞানমেব তিমিরমক্ষিরোগস্তেনান্ধস্য দৃষ্টিশক্তি রহিতস্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণম্।

আমি অনাদিকাল হইতে অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ ছিলাম, যিনি শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞান রূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা আমার নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

ভাবার্থ—এই গ্রন্থখানি প্রেমভক্তি পথের চন্দ্রিকা অর্থাৎ চাঁদের আলো সদৃশ, এজন্য ইহার নাম "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।" অথবা হিংস্র জন্তু সঙ্কুল ঘোর অন্ধকারময় অরণ্য

কিংবা অজ্ঞাননবিদ্যা তদেব তিমিরমন্ধকারস্তেন অন্ধস্য। অজ্ঞান-তমসো নাম কৈতবং যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব। তার

মধ্যে প্রবিষ্ট দিশাহারা পথিককে সহসা উদিত চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন পথ প্রদর্শন করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ তেমন বিবিধ দুর্ব্বাসনাপূর্ণ মায়াময় সংসার মধ্যে নিপতিত স্বরূপ বিস্মৃত জীবকে ভজন পথ প্রদর্শন করিয়া শ্রীরাধামাধব পদারবিন্দ সান্নিধ্যরূপ গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত দৈবাৎ আবির্ভূত প্রেমভক্তিরূপ সুধাকরের চন্দ্রিকা সদৃশ বিমল সাধনরীতি সকল এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একজন্য এই গ্রন্থের নাম "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা"। পরম কৃপালুমৌলি কলিপাবনাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক প্রচারিত অনর্পিতচরী প্রেমভক্তি সম্পত্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। ইহা জানাইবার জন্য এবং আরব্ধ গ্রন্থের নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরুদেবের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—শ্রীগুরুচরণে স্বীয় অসাধারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ভক্তি স্বভাবে দৈন্য হেতু সাধক দেহাভিমানে বদ্ধজীবোচিত ভাবে বলিতেছেন—আমি অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ ছিলাম, অজ্ঞান তিমির শব্দের অর্থে কৈতব বোঝায়, অনাদি ভগবদ্বহির্মুখ জীব কৃষ্ণ নিত্যদাসরূপ নিজস্বরূপ বিস্মৃত হেতু মায়ার অধিকারে নিপতিত হইয়া অনন্ত সংসার দুঃখের হেতুভূত অবিদ্যা কল্পিত

মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান। কৃষ্ণ ভক্তিবাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের

দেহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে এবং নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবারূপ পুরুষার্থ ভুলিয়া দেহাভিনিবেশ হেতু নিজসুখের জন্য যতই চেষ্টা করিতেছে, ততই অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইতেছে। সুতরাং নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত যত কিছু নিজ-সুখের অনুসন্ধান, সমস্তই স্বরূপ আবরক হওয়ায় কৈতব অর্থাৎ কপটতা বলিয়া পরিগণিত। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাসনা প্রভৃতি সমস্তই নিজসুখৈকতাৎপর্য্যক বলিয়া, এ সকলকে কৈতব বলে। 'ধর্ম্ম' শব্দে এস্থলে কৃষ্ণভক্তিবাধক পুণ্যকর্ম্ম—যদ্দ্বারা স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়। অর্থ—চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়গণের উপভোগ্য মায়িক রূপাদি বিষয়। কাম—রূপাদি বিষয়ভোগ দ্বারা নিজেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধনেচ্ছা। এই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লাভ করিয়া জীব উত্তরোত্তর মায়াপাশে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। যেহেতু—ধর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্ম) দ্বারা লব্ধ স্বর্গসুখও মায়িক প্রপঞ্চ বই আর কিছুই নহে; এই স্বর্গসুখ-ভোগাবসানে পুনরায় মর্ত্তালোকে পতিত হইতে হয়,—বিষ্ঠার ক্রিমি পর্য্যন্ত হইতে হয়। অপরাধী প্রজার প্রতি রাজার দণ্ডবিধানের ন্যায়, মায়াই কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকে কর্ম্মানুসারে কখনও স্বর্গে উঠায়, আবার কখনও বা নরকে ডুবায় এজগতের রূপাদি বিষয় সমূহ মায়ার বিকার মাত্র, কামিনী-

অজ্ঞানতমোধর্ম্ম।"কয়া উন্মীলিতং জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া,"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-

---

কাঞ্চনাদি সবই মায়া কল্পিত। অতএব ধর্ম্ম-অর্থ-কাম তিনটি মায়ার কুহক ; কাজেই এই তিন—অজ্ঞানতম বা কৈতব নামে অভিহিত।

এমন কি, জীবের জন্মমৃত্যুরূপ-সংসার-দুঃখের হেতুভূত মায়াবন্ধন যদ্দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, সেই মোক্ষবাসনাকেই সর্ব্ব-প্রধান কৈতব বলে। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাসনারূপ কৈতব হৃদয়ে জাগরূক সত্ত্বেও কদাচিৎ ভগবদ্ভক্তকৃপাজনিত সৌভাগ্যপ্রভাবে ঐসকল কৈতবরূপ অজ্ঞানতম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, পুনরায় "কৃষ্ণনিত্যদাস"রূপ নিজ স্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মোক্ষবাসনানিমগ্ন জীবের আর সে সৌভাগ্য ঘটে না। 'মোক্ষ' বলিতে এস্থলে সাযুজ্য-মুক্তি ; মুক্তি-বাসনানিমগ্নজনের চিত্তে প্রথম হইতেই "তৎপদার্থ ব্রহ্ম ও ত্বম্ পদার্থ জীব" এই দুইয়ের ঐক্যভাবনা অর্থাৎ "সোঽহং" আমি সেই ব্রহ্ম- এই অভেদজ্ঞান জাগরূক থাকায়, "কৃষ্ণ আমার প্রভু আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই সম্বন্ধজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায় ; এজন্য সম্বন্ধজ্ঞানপরিশূন্য মুক্তিবাসনানিমগ্ন জনের নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তি দূরে পলায়ন করেন—(ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)। অতএব (কৃষ্ণনিত্যদাসরূপ জীব-স্বরূপকে

কারণমিত্যনেন" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যনেন চ "কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিদের সার" ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তেঃ ॥ ১ ॥

চিরকালের জন্য আবরণ করে বলিয়া) মোক্ষবাসনার ন্যায় অনিষ্টকর কৈতব আর নাই।

শ্লোকোক্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া পদের 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-বিষয়ে ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে,—"যিনি সমস্ত জগতের আদি, এমন কি ঈশ্বরস্বরূপ সকলেরও আদি, যাঁহার আদি আর কেহই নাই, যিনি গোবিন্দ অর্থাৎ গোকুলেন্দ্ররূপে বেদের প্রতিপাদ্য, যিনি নিখিল কারণসমূহেরও কারণ এবং ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্"। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে —"যত যত ভগবদবতার আছেন, তন্মধ্যে কেহ অংশ কেহ বা অংশের অংশ, কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ, পরমাত্মা-স্বরূপ ও নিখিল ভগবৎ স্বরূপের মূল আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণ"। অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বা-রাধ্য ; ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞানোপদেশরূপ অঞ্জনশলাকা-দ্বারা শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমার অজ্ঞানতম রূপ নেত্ররোগ নষ্ট করতঃ দিব্যজ্ঞানচক্ষু বিকাশ করিয়াছেন ; অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু আমি কৃষ্ণের নিত্যসেবক, তদীয় সেবাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য" এই দিব্যজ্ঞান আমাকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব সেই পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥ ২ ॥

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মনে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভো র্মনোঽভীষ্টং মনোঽভিলষিতং শ্রীমদ্-ভগবদ্ভক্তিরসশাস্ত্রং ভূতলে যেন রূপেণ স্থাপিতং নিরূপিতং, সোঽয়ং রূপঃ স্বপদান্তিকং নিজচরণনিকটং কদা ভাগ্যবশেন মহ্যং দদাতি। শ্রীরূপস্য কৃপয়া নিজাঙ্ঘ্রিচরণেন তৎসেবনকর্ম্ম করবানীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ভাই—হে ভ্রাতঃ মনঃ! ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর মনের একমাত্র অভিলষিত শ্রীমদ্-ভগবদ্ভক্তিরসশাস্ত্র। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, স্বকীয় অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া, অশেষবিশেষে আশা মিটাইবার উপকরণ যে রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকার প্রেমরসমর্য্যাদা বা মধুর জাতীয় প্রেমভক্তিবিশেষ প্রধানরূপে জগতে প্রচার করাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর একান্ত অভিপ্রেত। সেইটি যিনি এই ধরাধামে বিস্তারের নিমিত্ত ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র প্রণয়নে নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই শ্রীরূপগোস্বামিচরণ আমার ভাগ্যবশে কবে আমাকে স্বকীয় চরণসান্নিধ্য প্রদান করিবেন? শ্রীরূপের

যাঁহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে ॥ ৩ ॥

কৃপায় তাঁহার নিজ অনুচররূপে তদীয় নিদেশানুসারে কবে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবায় নিযুক্ত হইব? ॥ ২ ॥

শ্রীগুরু মহিমা।

শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতিরেকে ভক্তি বা শ্রীভগবৎ কৃপালাভ সুদুষ্পরাহত। অতএব ভক্তি-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গুরুপাদাশ্রয় কর্ত্তব্য। একারণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগুরু-বন্দনা করিতেছেন। যথা— শ্রীগুরু— দীক্ষাগুরু। শিষ্যকে অবিদ্যার আবরণ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সমীপে পৌঁছাইবার নিমিত্ত শক্তিযুক্ত গুরু বা প্রেমভক্তি-সম্পত্তিযুক্ত গুরু। 'শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম' বলিতে শ্রীগুরুদেবের চরণকমল এরূপ অর্থ নহে। 'চরণ' শব্দটী এস্থানে পূজার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে,—যেমন— শ্রীধরস্বামীচরণ শ্রীগোস্বামীচরণ ইত্যাদি। 'পদ্ম' শব্দের প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই,—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবিলসিত কলেবর শ্রীগুরু অতীব মাধুর্য্যময় এবং আরও বুঝাইয়াছেন যে ভ্রমরের আস্বাদ্য যেমন কমল, ভক্তের আস্বাদ্য তেমন শ্রীগুরুচরণের কৃপামাধুর্য্য। এবম্বিধ শ্রীগুরুই 'কেবল-ভকতি সদ্ম'—একমাত্র কেবলা ভক্তির আশ্রয়, 'কেবলা-ভক্তি' বলিতে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃতা স্বরূপ-

গুরু-মুখপদ্ম বাক্য, হৃদি করি মহা শক্য

আর না করিহ মনে আশা।

শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,

যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥ ৪ ॥

বাক্য—কৃষ্ণভক্তি-প্রেমরস-তত্ত্বোপদেশরূপং বাক্যং। মহাশক্য—শ্রীকৃষ্ণ প্রাপণশক্তিযোগ্যম্। উত্তমগতি—উত্তমা চাসৌ গতিশ্চেতি উত্তমগতিঃ। যদ্বা—উত্তমগতি—প্রাপ্যবস্তূনাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ সম্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা। যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা—শ্রীবৃন্দাবনে মণি-নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োশ্চামর-ব্যজন পাদসম্বাহনাদিরূপা আশা যস্য প্রসাদেন পূর্ণা স্যাৎ ॥ ৪ ॥

সিদ্ধা উত্তমা ভক্তি। এই উত্তমা ভক্তির আশ্রয় একমাত্র শ্রীগুরুদেব। বন্দোঁ মুঞি সাবধান মনে—মুঞি—আমি, ভক্তি-স্বভাবে অত্যন্ত দীনতা হেতু নিজের অপকর্ষ সূচনা করতঃ 'মুঞি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আমি সাবধান মনে পূর্ব্বোক্ত রূপ গুরুদেবের চরণ কমল বন্দনা করি। সাবধান মনে অন্যাভিলাষিতা শূন্য হইয়া শ্রীগুরু তত্ত্বের ও প্রাপ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণদাস্যের অনুসন্ধান যুক্ত মনে শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিতে হইবে। 'সাবধান মনে' এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, তাহা সমীচীন নহে। কারণ অবধানের সহ এই অর্থে সাবধান, তৎপর 'মনে' (সহ) শব্দের প্রয়োগে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে ॥ ৩ ॥

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,

দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

চক্ষুদান ইত্যাদি—সংসারার্ণব-তারণ-পূর্ব্বকং চর্ম্মচক্ষুর্মোচয়িত্বা পরতত্ত্বালোকনযোগ্যং দিব্যচক্ষুর্যেন দত্তং। দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি—কৃষ্ণলীলাদি-বিবরণ-রূপং দিব্যজ্ঞানং হৃদি প্রকাশিতং যৎপ্রসাদাদিতি শেষঃ। প্রকাশিত ইতি ভাবে ক্তঃ। বেদে গায়

শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমরস-তত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত এই উপদেশ-বাক্য মহাশক্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি করাইতে শক্তি-যুক্ত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহারা লুব্ধ, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রসম্মত শ্রীগুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণ করুন।

"হৃদি করি মহাশক্য" স্থলে পাঠান্তর "হৃদয়ে করিয়া ঐক্য" ইহার অর্থ—শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে মঙ্গলময় 'নিত্যবস্তুশাস্ত্র-সম্মত' যে উপদেশ বাক্য বলিয়াছেন, সেইটি একাগ্র ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া। "যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা" এস্থলে 'সর্ব্ব আশা' পদের অর্থ—শ্রীবৃন্দাবনে মণি মাণিক্য খচিত নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চামর ব্যজন-পাদসম্বাহনাদি সেবা প্রাপ্তির লালসা। শ্রীগুরুদেব যাহার প্রতি প্রসন্ন হন শ্রীরাধাকৃষ্ণও তাহার প্রতি প্রসন্ন, যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদঃ, সুতরাং শ্রীগুরু কৃপাতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ হয় ॥ ৫ ॥

গুরু-মুখপদ্ম বাক্য, হৃদি করি মহা শক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥ ৪ ॥

বাক্য—কৃষ্ণভক্তি-প্রেমরস-তত্ত্বোপদেশরূপ বাক্যং। মহাশক্য—শ্রীকৃষ্ণ প্রাপণশক্তিযোগ্যম্। উত্তমগতি—উত্তমা চাসৌ গতিশ্চেতি উত্তমগতিঃ। যদ্বা—উত্তমগতি—প্রাপ্যবস্তূনাং শ্রেষ্ঠং; শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ সম্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা। যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা—শ্রীবৃন্দাবনে মণি-নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োশ্চামর-ব্যজন পাদসম্বাহনাদিরূপা আশা যস্য প্রসাদেন পূর্ণা স্যাৎ ॥ ৪ ॥

সিদ্ধা উত্তমা ভক্তি। এই উত্তমা ভক্তির আশ্রয় একমাত্র শ্রীগুরুদেব। বন্দোঁ মুঞি সাবধান মনে—মুঞি—আমি, ভক্তি-স্বভাবে অত্যন্ত দীনতা হেতু নিজের অপকর্ষ সূচনা করতঃ 'মুঞি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আমি সাবধান মনে পূর্ব্বোক্ত রূপ গুরুদেবের চরণ কমল বন্দনা করি। সাবধান মনে অন্যাভিলাষিতা শূন্য হইয়া শ্রীগুরু তত্ত্বের ও প্রাপ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণদাস্যের অনুসন্ধান যুক্ত মনে শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিতে হইবে। 'সাবধান মনে' এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, তাহা সমীচীন নহে। কারণ অবধানের সহ এই অর্থে সাবধান, তৎপর 'মনে' (সহ) শব্দের প্রয়োগে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে ॥ ৩ ॥

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

চক্ষুদান ইত্যাদি—সংসারার্ণব-তারণ-পূর্ব্বকং চর্ম্মচক্ষুর্মোচয়িত্বা পরতত্ত্বালোকনযোগ্য দিব্যচক্ষুর্যেন দত্তং। দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি—কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণ-রূপং দিব্যজ্ঞানং হৃদি প্রকাশিতং যৎপ্রসাদাদিতি শেষঃ। প্রকাশিত ইতি ভাবেক্তঃ। বেদে গায়

শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমরস-তত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত এই উপদেশ-বাক্য মহাশক্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি করাইতে শক্তি-যুক্ত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহারা লুব্ধ, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রসম্মত শ্রীগুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণ করুন।

"হৃদি করি মহাশক্য" স্থলে পাঠান্তর "হৃদয়ে করিয়া ঐক্য" ইহার অর্থ—শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে মঞ্জরীরূপ নিত্যস্বরূপানুসন্ধানাত্মক যে উপদেশ বাক্য বলিয়াছেন, সেইটি একান্ত ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া। "যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা" এস্থলে 'সর্ব্ব আশা' পদের অর্থ—শ্রীবৃন্দাবনে মণি মাণিক্য খচিত নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চামর ব্যজন-পাদসম্বাহনাদি সেবা প্রাপ্তির লালসা। শ্রীগুরুদেব যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, শ্রীরাধাকৃষ্ণও তাহার প্রতি প্রসন্ন যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ-প্রসাদঃ, সুতরাং শ্রীগুরু-কৃপাতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ হয় ॥ ৪ ॥

প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাহার চরিত ॥ ৫ ॥

ইত্যাদি—বেদকর্ত্তৃক-তচ্চরিত্রগানং। যথা—সর্ববেদান্তসার-শ্রীভাগবতে আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিতি। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদি শ্রুতেশ্চ। আচার্য্যো দেবো ভবেদিত্যাদ্যাশ্চ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু আমি "শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস" এই নিজ স্বরূপটি জীব অনাদি কাল হইতে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই অবকাশে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জীবকে অনাত্মভূত অবিদ্যা রচিত এই জড়দেহে আমিত্ব বুদ্ধি ঘটাইয়া দিয়া অনন্ত সংসার দুঃখে নিবদ্ধ করিয়াছে। সেই সংসার দুঃখ হইতে জীবকে উদ্ধার করতঃ স্বরূপে অবস্থিত করিতে সমর্থ একমাত্র শ্রীগুরুদেব। চক্ষুদান দিল যেই—যিনি জীবের চর্মচক্ষু মোচন করিয়া অবিদ্যার আবরণ (বৈমুখ্যদোষ) ঘুচাইয়া ভগবৎ সান্মুখ্য বিধান বা প্রেমকজ্জলে রঞ্জিত ভক্তিনেত্রের বিকাশ করিয়া দিলেন। দিব্যজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাদি-শিক্ষণরূপ দিব্যজ্ঞান যাঁহার কৃপায় হৃদয়ে প্রকাশ পান (দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ—শ্রীহরিভক্তিবিলাস)। এই কৃষ্ণদীক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধাত্মক জ্ঞান বিকাশ পায়, ইহাই দিব্যজ্ঞান শব্দের নিষ্কর্ষার্থ। জন্মে জন্মে প্রভু—জীবের মায়াময় জগতের জন্মে অবিদ্যার আবরণ অপসারণ

করিতে সমর্থ, আর মায়াতীত শ্রীব্রজমণ্ডলে আহীরীগোপগৃহের জন্মে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ। অতএব কি সাধনাবস্থা কি সাধ্যাবস্থা সকল সময়েই শ্রীগুরু প্রভু অর্থাৎ সেব্য।

প্রেমভক্তি যাহা হৈতে—যে শ্রীগুরুর প্রসাদ লব্ধ সম্বন্ধজ্ঞান হইতে শ্রীকৃষ্ণে মমতা বা প্রীতিভক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং মমতাহেতুক নিত্যপরিকর শ্রীব্রজবাসীজন হইতে সুরসরিৎপ্রবাহের ন্যায় গুরু-প্রণালীর ভিতর দিয়া প্রেমভক্তি হৃদয়ে উদিত হয়েন। অবিদ্যা-বিনাশ যাতে সাধনভক্তি হইতেই যে অবিদ্যা বিনাশ হইতে থাকে, তাহা অরুণোদয়ে অন্ধকার নাশ-আরম্ভের মত; বস্তুতঃ প্রেমভক্তিরূপ সূর্য্য-উদয়েই সম্পূর্ণ অবিদ্যারূপ তম নাশ হইয়া থাকে। অবিদ্যা—অনাদি ভগবদ্বৈমুখ্য জন্য মায়াবৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ যদ্দ্বারা অস্বরূপভূত দেহে আমিত্ব বুদ্ধি ও ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষাদিতে স্বসুখ বাসনা জন্মে, তাহার নাম অবিদ্যা। এবং ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের ভজনবিঘাতক অনর্থও (অবিদ্যাকার্য্য বলিয়া) অবিদ্যা সংজ্ঞায় পরিগণিত। অনর্থ চারি প্রকার যথা—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ অপরাধোত্থ, ও ভক্ত্যুত্থ। তন্মধ্যে অবিদ্যা, অস্মিতা (আমি কর্ত্তা' অভিমান), রাগ (বিষয়াসক্তি) ও দুরভিনিবেশ—এই সকল ক্লেশের নাম দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ। বিবিধ ভোগাভিনিবেশের নাম সুকৃতোত্থ অনর্থ। নামাপরাধই অপরাধোত্থ অনর্থ বলিয়া অভিহিত।

নামাপরাধ—যথা—১। বৈষ্ণব-নিন্দাদি বৈষ্ণবাপরাধ। ২। শিবকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করা। অর্থাৎ শিবের স্বরূপ ও নাম-গুণাদি বিষ্ণু হইতে পৃথক্ (বিষ্ণুশক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে সিদ্ধ) মনে করা। ৩। শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য বুদ্ধি প্রভৃতি অবজ্ঞা। ৪। বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা। ৫। শ্রীহরিনামে অর্থবাদ কল্পনা। ৬। শ্রীহরিনাম-প্রভাবে পাপক্ষয় হইবে—এই বলে পাপে প্রবৃত্তি। ৭। ধর্মাদি সর্ববিধ শুভকর্মের সহিত শ্রীনামকে তুল্য মনে করা। ৮। শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ ও শ্রবণে অনিচ্ছুক জনকে শ্রীনাম-উপদেশ করা। ৯। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণেও শ্রীনামে প্রীতি না করা। ১০। শ্রীনাম-বিষয়ে অহংমমাদি-পর হওয়া অর্থাৎ আমি বহুতর নাম কীর্ত্তন করি, দেশদেশান্তরে নাম কীর্ত্তন আমারই প্রচারিত, আমার মত নাম-কীর্ত্তন পরায়ণ কে আছে, নাম আমার জিহ্বাধীন—ইত্যাদি অহঙ্কার করা। এই দশ প্রকার নামাপরাধ রূপ অনর্থ হইতে সতত সাবধান থাকিবে।]

মূল শাখা হইতে উপশাখার ন্যায় ভক্তি হইতে উদ্ভূত লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদির নাম ভক্ত্যুত্থ অনর্থ। এই চতুর্বিধ অনর্থের নিবৃত্তি আবার পাঁচ প্রকার, যথা—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। তন্মধ্যে ভজনক্রিয়ানন্তর অনর্থ সকলের যে কথঞ্চিৎমাত্র নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাকে একদেশ-বর্ত্তিনী বুঝিতে হইবে। নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া,
এবে যশঃ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥ ৬ ॥

নিবৃত্তি হয়, ইহাকে বহুদেশবর্ত্তিনী বলে। রতি-আবির্ভাবকালে প্রায় অধিকাংশই নিবৃত্তি হইয়া যায়, ইহার নাম প্রায়িকী। প্রেম আবির্ভাবে পূর্ণা এবং শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রেমসেবালাভেই আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যা ও তৎকার্য্য স্বরূপ অনর্থ সকল, সাধন-ভক্তি হইতে একদেশবর্ত্তিনী প্রভৃতি ক্রমানুসারে নিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমভক্তি আবির্ভাবের পরই সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়—"যদি হয় প্রেমভক্তি তবে হয় মনঃশুদ্ধি"। বেদে গায়—পূর্ব্বোক্ত গুরু-মহিমা শুধু যে শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলেন তাহা নহে, বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র—সকলেই শ্রীগুরু-মহিমা কীর্ত্তন করেন যথা—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—শ্রীগুরুকে মদীয় স্বরূপ বলিয়া জানিবে ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে এক্ষণে তদীয় চিত্তাকর্ষক গুণ বর্ণন করিতেছেন—শ্রীগুরু ইত্যাদি। করুণা—পর-দুঃখকাতরতা, করুণাসিন্ধু—কৃপার সাগর, অসীম করুণাময়। জীবের দুঃখ দর্শনে জীবকে অদেয় প্রেম-সম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক

সুখী করেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগ্য পাত্রে করুণা করেন, কিন্তু অপরাধ ঘটিলে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যান। শ্রীগুরু এত কৃপালু যে, জীবের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া ভক্তি-সম্পত্তি রক্ষার যোগ্যতা প্রদান করেন। এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা কৃপালু বলিয়া শ্রীগুরুকে করুণাসিন্ধু বলিয়াছেন। যিনি আপনাকে অতি দুর্গত বলিয়া মনে করেন, তিনিই গুরুকৃপা-লাভের যোগ্য, এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—"অধম জনার বন্ধু"। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী। "লোকের জীবন" বলিতে জীবের ভক্তিমার্গে স্থিতি রক্ষাকারী। "জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্" এই শ্লোকের "জীবেত" পদে শ্রীজীব গোস্বামীচরণ "অত্র জীবত্বং ভক্তিমার্গস্থিতত্বং জ্ঞেয়ং" এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অতএব ভক্তিমার্গে অবস্থানই জীবের জীবন অন্যথা মরণ। শ্রীগুরুমহিমা বর্ণন করিতে করিতে আর্ত্তিস্ফুরণ হেতু বলিতেছেন—'হা হা'। প্রভু—অযোগ্য পাত্রকেও কৃপাগুণ ধারণের যোগ্য করিতে সমর্থ। পদ ছায়া—পদাশ্রয়। ছায়া শব্দের প্রয়োগ দ্বারা এরূপভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন যে, সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালায় যেন আমাকে আর দগ্ধভূত হইতে না হয়, ঈদৃশরূপে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যে অভিনিবেশ জন্মাইয়া আশ্রয় প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণব-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হইতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান-অবিদ্যা-পরাজয় ॥ ৭ ॥

জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তিরসকূপ,
যুগল-উজ্জ্বলরস তনু।

যাহা হৈতে—যস্মাৎ বৈষ্ণবচরণরেণুভূষণাৎ। অজ্ঞান-অবিদ্যা—চতুর্বর্গবাঞ্ছা-তদ্রূপা অবিদ্যা ॥ ৭ ॥

শ্রীবৈষ্ণব-মহিমা।

বৈষ্ণবচরণরেণু অঙ্গের ভূষণ করিলে, তাহা হইতে অনুভব অর্থাৎ সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেম ও অভিধেয় সাধন-ভক্তি—এই তিনের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অজ্ঞান অবিদ্যা—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ বাঞ্ছাই জীবের অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা। নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের প্রার্থনীয় একমাত্র নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ, ইহাই পরম পুরুষার্থ। জীব সেইটি ভুলিয়া নিজ সুখের নিমিত্ত যে চতুর্ব্বর্গ বাঞ্ছা করে, ইহাই জীবের অজ্ঞান। এই অজ্ঞানতম বা কৈতব—অবিদ্যা কার্য্য সাধুভক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রীভগবদুন্মুখতা সম্পাদন এবং তৎসঙ্গে অবিদ্যা ও তৎকার্য্য—অজ্ঞানতম বিদূরিত হয় ॥ ৭ ॥

যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল দুঃখশোক,
প্রকট কলপতরু জনু ॥ ৮ ॥

শ্রীরূপসনাতন-মহিমা।

চৌষট্টি-অঙ্গ ভজনের মধ্যে যদিও নামসংকীর্ত্তন অন্তর্ভূত আছে, তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে উৎকর্ষ বর্ণনের নিমিত্ত যেমন পুনরায় নাম সঙ্কীর্ত্তনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ "বৈষ্ণবচরণ-রেণু" ইত্যাদি ত্রিপদীতে বৈষ্ণব মাত্রের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া পুনরায় শ্রীরূপ সনাতনের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ খ্যাপনের নিমিত্ত বলিতেছেন—"জয় সনাতনরূপ" ইত্যাদি। "বৈষ্ণবচরণরেণু" এই ত্রিপদীতে সাধারণভাবে সখ্যবাৎসল্যাদি সমস্ত রসের বৈষ্ণব-গণই উল্লিখিত হইয়াছেন। ভক্তিরস প্রধানতঃ পঞ্চবিধ যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল বা মধুর। তন্মধ্যে শান্তের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ-বিহার, বাৎসল্যের স্নেহ বা লালন, উজ্জ্বলরসের গুণ নিজাঙ্গসঙ্গদানে সেবা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পর পর রসে থাকা হেতু এই রস সকলের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে। উজ্জ্বলরসে পাঁচটী গুণ থাকাতে উজ্জ্বলরসই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উজ্জ্বলরসের পরিকরগণমধ্যেও যাঁহারা শ্রীরাধিকার যূথে অবস্থিত, তাঁহারাই যুগলকিশোর শ্রীরাধামদনমোহনের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য আস্বাদনে ধন্য হইয়া থাকেন। তন্মধ্যেও আবার শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীগণের আস্বাদনই

প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজগ্রন্থে সুব্যক্ত,
লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল মধুররসাশ্রয় ॥ ৯ ॥

যাভ্যাং মহাশয়াভ্যাং শ্রীরূপসনাতনাভ্যাং সর্ব্বপ্রেমভক্তি-রীতিব্যক্তং যথা স্যাৎ তথা নিজগ্রন্থে লিখিতা। তৎশ্রবণাৎ ভক্তানাং চিত্তং প্রেমানন্দরূপসমুদ্রে মগ্নং স্যাৎ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাতিশায়ী ও অতীব বিচিত্র। যেহেতু সখীগণ পর্য্যন্ত শ্রীরাধা-মাধবের যে সকল রহোলীলা দর্শন করিতে পান না, কিঙ্করীগণ সেই সকল অসমোর্দ্ধমধুরিমোর্ম্মিচ্ছটাবিলসিত লীলাসেবাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এবং শ্রীরাধিকারূপ কল্পলতিকার মঞ্জরী-(অবিক-শিত কুসুমকলিকা) স্বরূপা এই কিঙ্করীগণের অঙ্গে শ্রীরাধিকার অঙ্গস্থিত বিলাসচিহ্ন সকল বিকাশ পাইয়া থাকে। এজন্য শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীরূপে শ্রীরূপ মঞ্জরী ও শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী নামে অভিহিত শ্রীরূপ-সনাতনই যুগল-উজ্জ্বলরসের শ্রেষ্ঠ আস্বাদক। তাই বলিয়াছেন। "যুগল-উজ্জ্বলরসময়"—যুগল উজ্জ্বলরসবিভা-বিত- কলেবর।

শ্রীরূপসনাতনকে প্রেমভক্তিরসসাগর না বলিয়া প্রেমভক্তি-রসকূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই,—সাগরে অন্যান্য নদনদীর জল

মিশ্রিত থাকে, কিন্তু কূপজলে তাহা না থাকায় কূপজল যেমন স্বরূপে অবস্থিত, তেমন শ্রীরূপ সনাতন প্রচারিত প্রেমভক্তিরসে জ্ঞান-যোগাদি রূপ নদনদীর মিশ্রণ না থাকায়, এই প্রেমভক্তি-রসই স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ। এজন্য সাগর না বলিয়া কূপ বলিয়াছেন। এবং রসকূপ বলিবার আরও তাৎপর্য্য এই,—গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে সন্তপ্ত পিপাসু ব্যক্তি নদনদীর জল পান করিয়া সুশীতল হইতে পারে না। কারণ তখন সমস্ত জলাশয়ের জলই উত্তপ্ত হয়, কিন্তু কূপের জল অতিশয় শীতল থাকে, অতএব পিপাসু ব্যক্তিকে সুশীতল করিতে তখন যেমন কূপই সমর্থ, সেই প্রকার ভীষণ কলিকালে ত্রিতাপসন্তপ্ত জীব-গণের শোকমোহাদি জ্বালা নির্ব্বাপণে জ্ঞান যোগাদি সমর্থ নহে। যেহেতু জীবের সংসার ক্ষয় বা মায়া নাশ না হইলে, জ্ঞান যোগাদি শোকদুঃখ নষ্ট করিতে পারে না। এই ভক্তিমার্গ কিন্তু মায়ারাজ্যের ভিতরে অবস্থিত জীবকেও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইয়া জীবের শোকদুঃখাদি সংসারজ্বালা নাশ করিতে সমর্থ। সেই সুশীতল মাধুর্য্যময় প্রেমভক্তি-রসের আশ্রয় বলিয়া শ্রীরূপ সনাতনকে রসকূপ বলিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের কৃপায়ই অদ্যাবধি জীব তাঁহাদের গ্রন্থরূপ রস-কূপে ডুবিয়া শোকদুঃখাদি ভুলিয়া ভক্তিরস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়। এজন্য বলিয়াছেন, ইঁহারা প্রকট কল্পতরু—মূর্ত্তিমান্ প্রেমভক্তি-কল্পতরু, অতএব ইঁহাদের চরণাশ্রয় পরম মঙ্গলপ্রদ ॥ ৮ ॥

যুগলকিশোর প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম,
হেন ধন প্রকাশিলা যারা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
সে রতন মোর গলে হারা ॥ ১০ ॥

সে রতন মোর গলে হারা—তেন প্রেমরত্নেন কণ্ঠে হারং করবাণীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির সাধনরীতি এবং প্রেমভক্তিপ্রাপ্ত সিদ্ধ-ভক্তগণের রীতিসকল শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এই দুই মহাশয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলিকৌমুদী, স্তবমালা প্রভৃতি ও বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি নিজ প্রকাশিত শ্রীগ্রন্থসমূহে সুবেকত—সুন্দররূপে ব্যক্ত (পরিস্ফুট) করিয়া লিখিয়াছেন। এই সকল শ্রীগ্রন্থ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণের চিত্ত শ্রীরাধামাধব যুগলের মধুররসাশ্রিত প্রেমানন্দ সিন্ধুতে আপ্লুত হয়। অতএব যুগল উজ্জ্বলরস-পিপাসু সাধকের এই সকল শ্রীগ্রন্থানুশীলন একান্ত আবশ্যক। শ্রীরূপ সনাতন শ্রীরাধারাণীর চরণাশ্রিত, এজন্য শ্রীরূপসনাতনকে 'মহাশয়' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন—"রাধিকাচরণাশ্রয় যে করে সেই মহাশয়" ॥ ৯ ॥

লক্ষবাণ—লক্ষবার পুটিত (অগ্নিতে দগ্ধ) সুবর্ণের ভিতর যেমন বিন্দুমাত্র খাদ মিশ্রিত থাকে না এবং তাহার উজ্জ্বলতা

ভাগবত শাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি-ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১১ ॥

যেমন সমধিক বর্দ্ধিত হয়; সেইরূপ যুগল কিশোর বিষয়ক প্রেম অতি সুনির্ম্মল, তাহাতে স্বসুখানুসন্ধানের লেশমাত্রও নাই। যাঁহারা শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা সেই উজ্জ্বলরসময় প্রেম সম্পত্তি জগতে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই শ্রীরূপসনাতন জয়যুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান আছেন। হে পরমকৃপালু শ্রীরূপসনাতন! মাদৃশ ধনহীনকে সেই প্রেমমহাধন প্রদান করিয়া আরও তোমাদের কৃপার উৎকর্ষ আবিষ্কার কর। তোমরা কৃপা করিয়া সেই প্রেম মহারত্ন দ্বারা আমার কণ্ঠে হার পরাইয়া দাও ॥ ১০ ॥

বিশুদ্ধা ভক্তি ও তদনুষ্ঠানক্রম।

শ্রীরূপসনাতনের প্রচারিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের সার মর্ম্ম। সুতরাং এই ভক্তিধর্ম্মই সতত আস্বাদনীয়। হে ভাই মন! ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যদেবতার আশ্রয় না লইয়া একান্তভাবে কৃষ্ণাশ্রিত হইয়া এই নববিধ ভক্তি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই পরমকারণ—প্রেমভক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বা সাধন ॥ ১১ ॥

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥ ১২ ॥

নববিধ সাধনভক্তি অনুষ্ঠানকারী সাধকের কি রীতিতে চলিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—সাধু, শাস্ত্র ও গুরু এই তিনের বাক্য চিত্তে মিলাইয়া লইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই তিনের একমত থাকিলে সেই বাক্যই গ্রহণীয়, তিনের মধ্যে দুইয়ের ঐকমত্য হইলে সে বাক্যও আচরণীয়। যদি শাস্ত্রের সহিত গুরুবাক্যের ঐক্য হয়, সাধুবাক্যের ঐক্য না হয়, তবে গুরু বাক্যই গ্রহণ করিবে; সাধুবাক্যে অবজ্ঞাবুদ্ধি না করিয়া মনে করিবে—আমি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ। এইরূপ শাস্ত্রের সহিত সাধুবাক্যের ঐক্য হইলে, গুরুবাক্যের ঐক্য না হইলে, সাধুবাক্যই গ্রহণ করিবে; গুরুবাক্যে অবজ্ঞা বুদ্ধি না করিয়া পূর্ব্ববৎ মনে করিবে। ফলকথা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল বাক্য সকলই গ্রহণীয় আর প্রতিকূল বাক্য সকলই বর্জ্জনীয়। কর্ম্মী জ্ঞানীর সঙ্গ বর্জ্জন করিবে; যেহেতু তাহারা ভক্তিহীন। কর্ম্মী জ্ঞানী যদিও ভক্তির অনুষ্ঠান করে বটে, তাহা কর্ম্মাদির ফল-লাভের নিমিত্ত মাত্র, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে তাৎপর্য্যশূন্য বলিয়া, তাহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তি

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব অন্য দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৩ ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।

ভক্তিসংজ্ঞায় অভিহিত নহে। ইহাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় গাজে—গান করেন ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণসুখ-সম্পাদন-লালসা ভিন্ন অন্য নিজ সুখ লাভের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া এবং ভক্তির আবরক নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক—স্বজাতীয় আশয়-বিশিষ্ট, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ, স্নিগ্ধ চরিত্র সাধুর সঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবে; এবং ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্য দেবতার পূজা ত্যাগ করিবে, এরূপ অনন্যা ভক্তিই প্রেম লাভের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ১৩ ॥

এই ভক্তিপথের মহাজন (পূর্ব্বসিদ্ধ আচার্য্য) গণ, যে পথ প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পথে নিরন্তর রত থাকিবে। এই পথ বা সাধন রীতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ভক্তিমার্গের পূর্ব্ব ও পর মহাজনগণের প্রদর্শিত সাধনরীতি ও সিদ্ধরূপে প্রাপ্ত প্রেম সেবার রীতি বিচার করিরা দেখিবে। পূর্ব্বমহাজন—

অসৎ-সঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা রস রঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে ॥ ১৫ ॥

(রাধাবিরহিত) কৃষ্ণকে উপভোগ করেন বলিয়া, পূর্ণ মাধুর্য্য আস্বাদনে অসমর্থ। যাঁহারা সখীভাব প্রাপ্ত, তাঁহারা শ্রীরাধারমণ বা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। আর যাঁহারা শ্রীরাধিকার কিঙ্করী বা সেবাপরা মঞ্জরীভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যুগলকিশোরের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য বা অন্যোন্যসমুল্লাসিত রসোল্লাস ত আস্বাদন করেনই। "এতদ্ভিন্ন তাঁহারা শ্রীরাধিকার অঙ্গজা বলিয়া, তাঁহাদের অঙ্গে শ্রীরাধিকার অঙ্গস্থিত বিলাস চিহ্ন সকলও প্রকাশ পায় এবং সখীগণেরও অগোচর রহোলীলা দর্শন ও তদুচিত সেবা-সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইয়া থাকেন"। এই অংশে সখীগণ হইতে মঞ্জরীগণের আস্বাদনাধিক্য। এজন্য পরম করুণ শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাব স্বরূপিণীর প্রেম ভাণ্ডারের সমুজ্জ্বলরত্ন প্রদানের নিমিত্ত, এই কিঙ্করীভাবের উপাসনামার্গ শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামীগণ দ্বারা প্রবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এই শেষোক্ত উপাসনামার্গই সমধিক মাধুর্য্য আস্বাদনের হেতুভূত। এই সকল বিচার অবগত হইয়া সতত নিজাভিলষিত মহাজন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ভজনরীতির অনুসরণ করিবে। নিজা-

সাধন-স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,

কায় মনে করিয়া সুসার ॥ ১৪ ॥

দণ্ডকারণ্যবাসি মুনয়ো বৃহদ্বামনোক্তশ্রুতয়শ্চ চন্দ্রকান্তিশ্চ বিল্বমঙ্গলাদয়শ্চ পূর্ব্বমহাজনাঃ। ষড়্গোস্বামিনশ্চ পরমহাজনাঃ। সুসার—সুসিদ্ধম্ ॥ ১৪ ॥

দণ্ডকরণ্যবাসী মুনিগণ, বৃহদ্বামনপুরাণোক্ত শ্রুতিগণ ও চন্দ্রকান্তি প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে পাইবার নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া, কান্তাভাব অবলম্বনে সাধন করিয়া গোপীদেহ লাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা প্রাপ্ত হন। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শ্রীরাধিকার সখীভাবে লুব্ধ হইয়া সখীভাব লাভ করিয়াছেন, ইনি সখীভাবের ও সখী-বিশেষের আনুগত্য বিশিষ্ট সাধনরীতি প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছেন।—ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্ব মহাজন। আর পরবর্ত্তী মহাজন শ্রীরূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামী; ইঁহারা গোপীদেহে শ্রীরাধিকার সেবাপরা কিঙ্করী বা মঞ্জরীরূপে বিরাজমান। শ্রীরাধিকার কিঙ্করীভাবে লুব্ধ সাধক, কিঙ্করীগণের ভাবের (প্রেমসেবা পরিপাটীর) এবং কিঙ্করী বিশেষের অনুগত হইয়া সাধনে রত থাকিবে—এই সাধনরীতি পরমহাজন ছয় গোস্বামী প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছেন।

দ্বিবিধ মহাজনগণের সাধন ও সিদ্ধরীতি বিচার করিলে জানা যায়, যাঁহারা কান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা একাকী

যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যদেব-পূজক ধ্যানী

এই লোক দূরে পরিহরি।

কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,

ছাড়ি ভজ গিরিবর-ধারী ॥১৬॥

অন্য যোগ স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াসক্তিঃ ॥ ১৬ ॥

ভিলষিত পরিকর বিশেষের অনুগত ভাবে লীলাস্মরণ, এই রাগানুগামার্গের প্রধান সাধনাঙ্গ ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত সাধকগণের কিরূপ সঙ্গ বর্জ্জনীয় এবং কিরূপ সঙ্গ গ্রহণীয়, তাহাই বলিতেছেন—'অসৎ' শব্দে—অভক্ত এবং ভক্ত হইয়াও যাঁহারা স্ত্রীপরতন্ত্র—এই উভয় বুঝিতে হইবে, (স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর")। ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা-গুণবিষয়ক গীত ব্যতীত অন্য গীত বর্জ্জন করিবে। কেবল ভক্ত—যাঁহারা ভক্তির আবরক জ্ঞান কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলা অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধা বিশুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানে রত, একমাত্র তাঁহাদের সঙ্গ করিবে এবং রসময় ব্রজপুরে (হয় দেহ দ্বারা না হয় মন দ্বারা) অবস্থিত হইয়া শ্রীযুগল-কিশোরের প্রেমময় কথা ও রসরঙ্গ পূর্ণ লীলা-প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিবে ॥ ১৫ ॥

সাধন-স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,

কায় মনে করিয়া সুসার ॥ ১৪ ॥

দণ্ডকারণ্যবাসি মুনয়ো বৃহদ্বামনোক্তশ্রুতয়শ্চ চন্দ্রকান্তিশ্চ বিল্বমঙ্গলাদয়শ্চ পূর্ব্বমহাজনাঃ। ষড়্গোস্বামিনশ্চ পরমহাজনাঃ। সুসার—সুসিদ্ধম্ ॥ ১৪ ॥

দণ্ডকরণ্যবাসী মুনিগণ, বৃহদ্বামনপুরাণোক্ত শ্রুতিগণ ও চন্দ্রকান্তি প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে পাইবার নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া, কান্তাভাব অবলম্বনে সাধন করিয়া গোপীদেহ লাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা প্রাপ্ত হন। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শ্রীরাধিকার সখীভাবে লুব্ধ হইয়া সখীভাব লাভ করিয়াছেন, ইনি সখীভাবের ও সখীবিশেষের আনুগত্য বিশিষ্ট সাধনরীতি প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছেন।—ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্ব মহাজন। আর পরবর্ত্তী মহাজন শ্রীরূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামী; ইঁহারা গোপীদেহে শ্রীরাধিকার সেবাপরা কিঙ্করী বা মঞ্জরীরূপে বিরাজমান। শ্রীরাধিকার কিঙ্করীভাবে লুব্ধ সাধক, কিঙ্করীগণের ভাবের (প্রেমসেবা পরিপাটীর) এবং কিঙ্করী বিশেষের অনুগত হইয়া সাধনে রত থাকিবে—এই সাধনরীতি পরমহাজন ছয় গোস্বামী প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছেন।

দ্বিবিধ মহাজনগণের সাধন ও সিদ্ধরীতি বিচার করিলে জানা যায়, যাঁহারা কান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা একাকী

যোষী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যদেব-পূজক ধ্যানী

এইলোক দূরে পরিহরি।

কর্ম্ম ধর্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,

ছাড়ি ভজ গিরিবর-ধারী ॥ ১৬ ॥

অন্য যোগ স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াসক্তিঃ ॥ ১৬ ॥

ভিলষিত পরিকর বিশেষের অনুগত ভাবে লীলাস্মরণ, এই রাগানুগামার্গের প্রধান সাধনাঙ্গ ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত সাধকগণের কিরূপ সঙ্গ বর্জ্জনীয় এবং কিরূপ সঙ্গ গ্রহণীয়, তাহাই বলিতেছেন—'অসৎ' শব্দে—অভক্ত এবং ভক্ত হইয়াও যাঁহারা স্ত্রীপরতন্ত্র—এই উভয় বুঝিতে হইবে, (স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর")। ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা-গুণবিষয়ক গীত ব্যতীত অন্য গীত বর্জ্জন করিবে। কেবল ভক্ত—যাঁহারা ভক্তির আবরক জ্ঞান কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলা অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধা বিশুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানে রত, একমাত্র তাঁহাদের সঙ্গ করিবে এবং রসময় ব্রজপুরে (হয় দেহ দ্বারা না হয় মন দ্বারা) অবস্থিত হইয়া শ্রীযুগলকিশোরের প্রেমময় কথা ও রসরঙ্গ পূর্ণ লীলা-প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিবে। ১৫ ॥

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে ধরি, মদ মাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য-ভজন ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বসিদ্ধি—তীর্থযাত্রাদি-পুণ্যকর্ম্মণাং সিদ্ধিঃ। মদ—বিবেকহারী উল্লাসঃ। মাৎসর্য্য—পরোৎকর্ষাসহনম্ ॥ ১৭ ॥

যোগী—যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস রত। ন্যাসী—মায়াবাদী সন্ন্যাসী। কর্ম্মী—স্বর্গাদি সুখলাভ প্রত্যাশায় বেদোক্ত-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে অনুরক্ত। জ্ঞানী—নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান তৎপর অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যভাবনাকারী। অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী—ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা ও ভাবনাকারী। এই সকল লোক ভক্তি পথের পরিপন্থী, ইহাদের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। কর্ম—পুণ্যাদিজনক। ধর্ম—বর্ণাশ্রমোচিত। শোক—প্রাপ্তবস্তুর নাশ হেতু অনুতাপ। অন্যযোগ—স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদির প্রতি আসক্তি। ১৬।

শ্রীমথুরা দ্বারকাদি শ্রীভগবদ্ধাম ব্যতীত অন্যতীর্থে গমন, ভক্তির অনুকূল নহে বলিয়া বৃথা পরিশ্রম ও মনের ভ্রান্তিমাত্র। শ্রীমথুরাদি কৃষ্ণতীর্থ বা ভগবদ্ধাম-সম্বন্ধে এরূপ বুঝিতে হইবে না, কারণ চৌষট্টি-অঙ্গ ভজন মধ্যে "কৃষ্ণতীর্থে বাস" একটী অঙ্গ।

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৮ ॥

নামলীলাগুণাদিনাং শ্রুতিঃ শ্রবণং। নামলীলাগুণাদীনাং মুখেন ভাষণং কীর্ত্তনং। শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ব্বকোপচারাণাং মন্ত্রেণোপপাদনমর্চ্চনং। যথাকথঞ্চিন্মানসঃ সম্বন্ধঃ স্মরণং। স্মরণভেদবিশেষঃ ধ্যানং। শ্রদ্ধান্বিত ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ১৮ ॥

নিখিল তীর্থের জন্মভূমি শ্রীগোবিন্দচরণ আশ্রয়েই সর্ব্বতীর্থ-গমনের ফল সিদ্ধ হইরা থাকে ॥ ১৭ ॥

শ্রদ্ধাযুক্তভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা নামলীলাগুণাদি গ্রহণ করার নাম শ্রবণ। শ্রদ্ধাযুক্তভাবে নামলীলাগুণাদি স্ফুটরূপে উচ্চারণের নাম কীর্ত্তন। ভূতশুদ্ধি ও অঙ্গন্যাসাদি পূর্ব্বক উপচার সকল মন্ত্রপূত করিয়া অর্পণের নাম অর্চ্চন। নামলীলা-গুণাদির সহিত যথাকথঞ্চিৎ মানস সম্বন্ধের নাম স্মরণ। স্মরণেরই ভেদবিশেষের নাম ধ্যান। স্মরণের পাঁচটি ভেদ ; যথা—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি।

তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ মানস অনুসন্ধানের নাম স্মরণ। অন্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক, একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতে সামান্যাকারে মনোনিবেশের নাম ধারণা। বিশেষ ভাবে রূপাদি

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবী দেবা,
এই ত অনন্য ভক্তি-কথা।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥১৯॥

দেবী—পার্ব্বত্যাদয়ঃ। উপালম্ভ—শ্রীকৃষ্ণ কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিব্যতিরিক্তমন্যসর্ব্বজ্ঞানং দম্ভমাত্রমেব স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

চিন্তনের নাম ধ্যান। অমৃত ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্নভাবে রূপাদি-চিন্তনের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। ধ্যেয়মাত্র স্ফুরণের নাম সমাধি ॥ ১৮ ॥

হৃষীক—ইন্দ্রিয়। গোবিন্দ—(গো—ইন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয় সকলের অধীশ্বর বা হৃষীকেশ, ইহাই এস্থলে গোবিন্দ শব্দের শ্লেষার্থ। অতএব পার্ব্বতী ও রুদ্রাদি অন্যদেবতাগণকে পৃথক্ পূজা না করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা একমাত্র শ্রীগোবিন্দসেবা করাই কর্ত্তব্য; এরূপ ভজনের নামই অনন্য ভক্তি। ধর্ম অর্থ কামাদি লাভের নিমিত্ত অন্য দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্তি অবিদ্যার কার্য্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত জীবের যত কিছু কার্য্যে প্রবৃত্তি, সমস্তই অবিদ্যা কল্পিত দেহাভিমানিতা হেতুক দম্ভমাত্রে পর্য্যবসিত। এইরূপ মায়াময় দম্ভ দেখিয়া মনে বড় ব্যথা বোধ হয় ॥ ১৯ ॥

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয় ॥২০॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।২১॥

ভক্তিপথের অন্তরায় ও তৎপ্রতীকার।

দেহ মধ্যে যে কামক্রোধাদি রিপুগণ ও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বাস করে, তাহারা কেহই অন্য কাহারও বশীভূত হয় না। রিপুগণ ও ইন্দ্রিয়গণ আমার অবশীভূত বলিয়া "সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীগোবিন্দ সেবা করা কর্ত্তব্য" ইহা আমি শ্রবণ করিলেও, আমার কর্ণ আবার অন্য বিষয়ে ধাবিত হইতেছে এবং আমি উহা জানিলেও আমার মন জানিতেছে না—অন্য বিষয়ে সঙ্কল্প বিকল্প করিতেছে। একারণে—"শ্রীকৃষ্ণ ভজন করাই যে আমার কর্ত্তব্য" ইহা আমি দৃঢ় নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না ॥ ২০ ॥

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিরোধী রিপুগণকে দমন করিবার উপায় বলিতেছেন।—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এক একটী বিষয়ে এক এক রিপুকে নিযুক্ত করাই রিপু দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাহা

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা ।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ ২২ ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নাম*,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ ।

হইলে রিপুগণ অবিদ্যাময় জাগতিক ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনের অনুকূল হইবে ॥ ২১ ॥

কোন্ বিষয়ে কোন্ রিপুকে নিয়োগ করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন। যথা শ্রীশ্রীকৃষ্ণসেবায় কামকে নিযুক্ত করিবে। কাম—সুখভোগের ইচ্ছা। নিজেন্দ্রিয়সুখভোগের ইচ্ছাটী ভক্তি-বিরোধী ও মায়াজালে আবদ্ধ হইবার হেতু। একারণে কাম রিপুকে নিজেন্দ্রিয় সুখ-ভোগে নিয়োগ না করিয়া অখণ্ড পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখ লাভের নিমিত্ত নিয়োগ করিবে। তাহা হইবে কাম আর রিপু থাকিবে না, ভক্তির অনুকূল হইয়া পরম মিত্র হইবে। এইরূপে ভক্তদ্রোহী ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আস্বাদনের নিমিত্ত লোভ, ইষ্ট—ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্—এই তিনির অপ্রাপ্তিতে মোহ (মূর্চ্ছা) এবং শ্রীকৃষ্ণ গুণগানে মদ (মত্ততা) নিয়োগ করিবে ॥ ২২ ॥

---

* পাঠান্তর—যার ধাম ।

কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥ ২৩ ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন ।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ ২৪ ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দরব,
সিংহরবে যেন করিগণ ।
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ॥ ২৫ ॥

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ইত্যনুসারেণ কৃষ্ণং স্মৃত্বা রিপুং বশে নয়েৎ ॥ ২৪ ॥

অন্যথা—কামকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ না করিলে, কাম স্বতন্ত্র—স্বাধীন থাকে, বশীভূত হয় না এবং অনর্থরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা ভক্তিপথের বিঘ্ন উৎপাদন করে। যদি সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্ত সঙ্গে বাস করা যায়, তবে কাম ক্রোধ ক্রমশঃ পরাজিত হইতে থাকে, ভজনবিঘ্ন জন্মাইতে পারে না ॥ ২৩ ॥

লোভ মোহ এইত কথন—লোভ মোহ সম্বন্ধেও এই কথা জানিবে অর্থাৎ কাম ক্রোধবৎ লোভ মোহাদিও ভজন বিরোধী বলিয়া অবশ্য বর্জ্জনীয়। হীন—তুচ্ছ, রিপুগণ সহসা উত্তেজিত

না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা,
সদাচিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥ ২৬ ॥
অসৎ ক্রিয়া কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্যদেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সভায় টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥২৭॥

অসৎক্রিয়া—দুষ্টক্রিয়াম্ অধর্মং ত্যজ ভক্তিপথে চলিতুং ন সমর্থঃ স্যাৎ। সভায় সর্ব্বজনান্ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হইলে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে; তাহা হইলে রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। যেহেতু একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতিই মায়া ও তৎকার্য্য রিপুগণের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ॥ ২৪-২৫ ॥

অভিধেয় সাধনভক্তি, প্রয়োজন প্রেম ও সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ—এই তিন ভিন্ন যত কিছু সব অসৎ। অতএব এই তিন সম্বন্ধীয় চেষ্টা ব্যতীত, দেহদৈহিক অসৎ বস্তুতে অভিনিবেশ ও তৎসুখানুসন্ধান চেষ্টা এবং লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিবে। ইহাতে সাধকের সমস্ত বিপদ্ বিনাশ ও পরমানন্দ লাভ হয়, ইহাই প্রেমভক্তি লাভের পরম উপায় ॥২৬

আপন ভজন-পথ, তাহে হবে অনুরত,
ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৮ ॥
শ্রীনাথে জানকী-নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥ ২৯ ॥

অসৎক্রিয়া—শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত অন্য দুষ্টক্রিয়া। অন্য পরিপাটী—ভজনরীতিনীতি ভিন্ন দেহদৈহিক সুখানুসন্ধান রীতি-নীতি। ব্রহ্মা রুদ্রাদি অন্য দেবতার প্রতি স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে রতি করিবে না। কারণ প্রীতির স্বভাব—নিজস্থানে আকর্ষণ করা। অতএব অন্যদেবে প্রীতি করিলে, সে প্রীতি নিজস্থান (আলম্বন) অন্য দেবতার প্রতি অবশ্য আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতে সাধকের ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়ার বিঘ্ন জন্মে, ঐ প্রীতি সাধককে আবদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ২৭ ॥

নৈষ্ঠিক ভজন—

নিজ ভজন পথে নিরন্তর রত থাকিবে। ইষ্টদেব-স্থানে—নিজাভিলষিত শ্রীভগবানের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনাদিতে, হয় দেহ-দ্বারা না হয় মন দ্বারা অবস্থিত হইরা তদীয় লীলা গান করিবে। রে ভাই মন। ইহাই নৈষ্ঠিক ভজনের রীতি। নৈষ্ঠিক ভক্তের দৃষ্টান্তস্থল—শ্রীহনুমান্ ॥ ২৮ ॥

না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা,
সদাচিন্ত গোবিন্দ-চরণ ।
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥ ২৬ ॥
অসৎ ক্রিয়া কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্যদেবে না করিহ রতি ।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সভায় টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥ ২৭ ॥

অসৎক্রিয়া—দুষ্টক্রিয়াম্ অধর্মং ত্যজ ভক্তিপথে চলিতুং ন সমর্থঃ স্যাৎ । সভায় সর্ব্বজনান্ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হইলে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে ; তাহা হইলে রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে । যেহেতু একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতিই মায়া ও তৎকার্য্য রিপুগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ॥ ২৪-২৫ ॥

অভিধেয় সাধনভক্তি, প্রয়োজন প্রেম ও সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ—এই তিন ভিন্ন যত কিছু সব অসৎ । অতএব এই তিন সম্বন্ধীয় চেষ্টা ব্যতীত, দেহদৈহিক অসৎ বস্তুতে অভিনিবেশ ও তৎসুখানুসন্ধান চেষ্টা এবং লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিবে । ইহাতে সাধকের সমস্ত বিপদ্ বিনাশ ও পরমানন্দ লাভ হয়, ইহাই প্রেমভক্তি লাভের পরম উপায় ॥ ২৬

আপন ভজন-পথ, তাহে হবে অনুরত,
ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান ।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৮ ॥
শ্রীনাথে জানকী-নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥ ২৯ ॥

অসৎক্রিয়া—শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত অন্য দুষ্টক্রিয়া । অন্য পরিপাটী—ভজনরীতিনীতি ভিন্ন দেহদৈহিক সুখানুসন্ধান রীতি-নীতি । ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্য দেবতার প্রতি স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে রতি করিবে না । কারণ প্রীতির স্বভাব—নিজস্থানে আকর্ষণ করা । অতএব অন্যদেবে প্রীতি করিলে, সে প্রীতি নিজস্থান (আলম্বন) অন্য দেবতার প্রতি অবশ্য আকর্ষণ করিয়া থাকে । ইহাতে সাধকের ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়ার বিঘ্ন জন্মে, ঐ প্রীতি সাধককে আবদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ২৭ ॥

নৈষ্ঠিক ভজন—

নিজ ভজন পথে নিরন্তর রত থাকিবে । ইষ্টদেব-স্থানে—নিজাভিলষিত শ্রীভগবানের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনাদিতে, হয় দেহদ্বারা না হয় মন দ্বারা অবস্থিত হইয়া তদীয় লীলা গান করিবে । রে ভাই মন ! ইহাই নৈষ্ঠিক ভজনের রীতি । নৈষ্ঠিক ভক্তের দৃষ্টান্তস্থল—শ্রীহনুমান্ ॥ ২৮ ॥

দেবলোক পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ,
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণি।
যুগল-ভজন যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
ত্রিভুবন তাহার নিছনি ॥ ৩০ ॥

শ্রীনাথে লক্ষ্মীপতৌ শ্রীনারায়ণে, জানকীনাথে সীতাপতৌ শ্রীরামচন্দ্রে চ অভেদঃ স্বরূপতো ভেদো নাস্তি। যতঃ পরমাত্মনি—দ্বৌ এব পরমাত্মানৌ ইত্যর্থঃ। তথাপি কমললোচনো রামো মম সর্বস্বং, শ্রীরামচন্দ্রং বিনা মম কিমপি ধনং নাস্তীত্যর্থঃ। অনেন স্বাভীষ্ট নিষ্ঠায়াঃ পরাবধিত্বং দর্শিতম্ ॥ ২৯ ॥

নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্বে নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ। মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ স মে ত্রাতা ভবিষ্যতি। যদ্বা ক্রোশশীতিন্যায়েন ত্রিভুবনশব্দেন ত্রিভুবনস্থিতা জনাঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীহনুমান্ বলেন, লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ ও সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র উভয়ই পরমাত্মা; অতএব উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। তথাপি কমলোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্বস্ব ধন। সুতরাং (স্বরূপতঃ উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ না থাকিলেও,) আমি শ্রীরামচন্দ্র বৈ জানি না। ইহাতে শ্রীহনুমানের নিজাভীষ্ট শ্রীরামচন্দ্রে নিষ্ঠাপরাকাষ্ঠা দর্শিত হইল। এইরূপ অভীষ্টনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক ॥ ২৯ ॥

পৃথক্ আবাস যোগ, দুঃখময় বিষয়ভোগ,
ব্রজে বাস গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-নাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজজনের সঙ্গে অনুক্ষণ ॥ ৩১ ॥

ব্রজভিন্নদেশে বাসো দুঃখরূপ-বিষয় ভোগ এব স্যাৎ: ব্রজবাসস্তু শ্রীগোবিন্দস্য সুখময়ভজনং স্যাৎ। তদভাবে মনসা বাসোঽপি তদেব। শ্রীগোবিন্দভজনং বিনা ব্রজভূমাবপি বাসে সুখং নাস্তি। যথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজোক্তৌ—

সন্দেহ হইতে পারে, নিজাভীষ্ট ব্যতীত অন্যদেবাদির পূজা যদি ত্যাগ করিতে হয়, তবে দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণাদি পরিশোধের উপায় কি? এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন—দেবলোক ইত্যাদি। যিনি অনন্যভাবে (অন্যদেবারাধনা ত্যাগ করিয়া) শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার ভজননিষ্ঠা দেখিয়া দেবলোক, পিতৃলোক সকলেই মহাসুখ পাইতে থাকেন। তাঁহাকে আর কেহই ঋণী রাখেন না। কারণ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে যেমন শাখাপল্লবাদি সব উৎফুল্ল হয়, সেইরূপ সর্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিলে, দেব ঋষি প্রভৃতি সকলেই পরিতৃপ্ত হন। পিতৃ-পিতামহগণ, আনন্দে নৃত্য করেন ও বলেন—অহো! আমার বংশে কৃষ্ণভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ আমার ত্রাণকারী হইবে ॥ ৩০ ॥

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ মন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা ।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণ-সেবনমৃতে ন সুখং কদাপি ॥

অনুক্ষণং ব্রজবাসি-ভক্তজনৈঃ সহ শ্রুতাঃ কীর্ত্তিতা বা কৃষ্ণকথা, তৈঃ সহ শ্রুতং কীর্ত্তিতং বা কৃষ্ণনাম সত্যং রসধাম স্যাৎ ॥৩১

আবাস-যোগ—বাসস্থান রচনা। ব্রজ ভিন্ন দেশসকল মায়িক প্রপঞ্চ, এজন্য সে সকল দেশে যে সব ভোগ্য বিষয় আছে, তাহা সমস্তই মায়িক উপাদানে গঠিত বলিয়া দুঃখময়। একারণে ব্রজ ভিন্ন অন্য দেশে বাস করিলে দুঃখময় বিষয় সকল ভোগ হইয়া থাকে। ব্রজবাসে সুখময় শ্রীগোবিন্দ ভজন হয়। দেহ দ্বারা ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে মানসে বাস করিলেও শ্রীকৃষ্ণ ভজন সুখ লাভ হয়। কিন্তু শ্রীগোবিন্দভজন না করিয়া সাক্ষাৎ ব্রজবাসেও সুখ নাই। এজন্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—"বৃন্দাবনেই বাস করি অথবা নিজ গৃহেই বাস করি, কারাগৃহেই থাকি অথবা স্বর্ণাসনেই উপবিষ্ট হই, ইন্দ্রপদই লাভ করি অথবা নরকেই গমন করি, শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত কোথাও সুখ নাই।"

ব্রজে বাস করিয়া নিরন্তর ব্রজজন সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম ও লীলাকথা শ্রবণকীর্ত্তন করিলে উহা সত্য সত্যই রসধাম অর্থাৎ পরমানন্দ আস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

সদা সেবা অভিলাষ, মনে করি বিশোয়াস,
সর্ব্বথায় হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তমদাস বোলে, পড়িনু অসত ভোলে,
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥ ৩২ ॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু! কর অবধান।
পড়িনু অসত-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ! কর পরিত্রাণ ॥ ৩৩ ॥

বিশোয়াস—বিশ্বাসঃ। মহাশয়—হে শ্রীকৃষ্ণ! ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে নির্ভয়ে ব্রজজনসঙ্গে বাস করতঃ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভের অভিলাষ করিবে ॥ ৩২ ॥

তিমিঙ্গিল—তিমি মৎস্যকে গিলিয়া ফেলে এরূপ ভীষণ সামুদ্রিক জলজন্তু বিশেষ। হে প্রভো! আমি সংসার-সাগর মাঝে, অসৎভোলে—অসার বস্তুতে সার-বুদ্ধিরূপ ভ্রমে (বিবর্ত্তে) নিপতিত হইয়াছি, কামরূপ ভীষণ তিমিঙ্গিলে আমাকে গ্রাস করিতেছে। হে নাথ! এই অবস্থা হইতে আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৩৩ ॥

যাবত জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মুঞি সম নাহিক অধমা ॥৩৪॥
পতিতপাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন পতি সতী ॥৩৫॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় দৈন্যহেতু আপনাকে ভজনহীন ও অপরাধী মনে করিয়া শ্রীপ্রভুর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, প্রেমভক্তিলিপ্সু সাধককে এইরূপ দীনভাবে সতত কৃষ্ণ কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। নিষ্কপটে—অন্যাভিলাষাদি শূন্য হইয়া এবং মায়ার সম্বন্ধ বর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র তোমার হইয়া তোমাকে ভজিলাম না ॥ ৩৪ ॥

পতিতপাবন নাম ইত্যাদি—হে শ্যাম! তোমার পতিতপাবন নাম ত্রিজগতে ঘোষিত আছে; অতএব একমাত্র তুমিই মাদৃশ পতিতের ত্রাণকর্ত্তা। সতী স্ত্রীর যেমন পতিই একমাত্র গতি এবং সতী-স্ত্রীকে সতত রক্ষা করা যেমন পতির কর্ত্তব্য; তেমন তুমিই মাদৃশ পতিতের একমাত্র গতি এবং মাদৃশ পতিতকে সতত রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং আমি যদিও

তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥ ৩৬ ॥
কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ! অঙ্গী কুরু, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা ॥৩৭॥
মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
"নরোত্তম-পাবন" নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত-পাবন শ্যাম,
নিজ দাস কর গিরিধর ॥৩৮॥

অশেষ অপরাধে অপরাধী হই, তথাপি তুমি আমাকে উপেক্ষা করিতে পার না, যেহেতু তুমি ভিন্ন আমার শরণ্য আর কেহই নাই। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই সকল প্রার্থনা দ্বারা জানাইতেছে যে, প্রেমভক্তিলিপ্সু সাধককে এইরূপ অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অঙ্গীকুরু—নিজ দাস্যে গ্রহণ কর ॥ ৩৭ ॥

নরোত্তমপাবন—নরোত্তমের ত্রাণকর্ত্তা। ঘুষুক সংসারে নাম—সাংসারিক জন সকল তোমার পতিতপাবন নাম ঘোষণা করুক ॥ ৩৮ ॥

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে ॥৩৯॥
আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাঙ তথা,
তোমার চরণ-স্মৃতি সাজে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাঝে। ৪০॥

অন্তরায়—কামাদিকৃত-বিঘ্ন ॥ ৩৯ ॥

আন কথা আন ব্যথা—যত্রান্যকথাস্তি তত্রান্য ব্যথাস্তি ; তত্র নাহং গচ্ছামি ॥ ৪০ ॥

নাথ—হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ ! অন্তরায়—দেহাভিনিবেশাদি ভজনবিঘ্ন । ৩৯ ।

আনকথা আনব্যথা—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ কথা ভিন্ন অন্য কথা হয়, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ দুঃখ ব্যতীত অন্য পুত্র বিত্ত কলত্রাদি-বিয়োগজনিত মায়িক দুঃখ উপস্থিত হয় ; অতএব সেখানে যেন না যাই। তোমার চরণ কমল যেন আমার স্মৃতিতে সাজে—সতত স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মনের ধর্ম্ম স্মৃতিকে শোভিত রাখে ॥ ৪০ ॥

অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি করোঁ বস্তু জ্ঞান,
অন্য-সেবা অন্যদেব পূজা।
হা হা কৃষ্ণ ! বলি বলি, বেড়াঙ আনন্দ করি,
মনে মোর নহে যেন দুজা ॥৪১॥
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণ পতি,
দুঁহার পিরীতিরস-সুখে।
যুগল ভজন যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
এই কথা রহু মোর বুকে ॥৪২॥

বস্তুজ্ঞান—প্রকরণবলাদন্যবস্তুজ্ঞানং, কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণদাসেতরজ্ঞানম্। দুজা—দ্বৈধং সন্দেহ ইতি যাবৎ ॥ ৪১ ॥

অন্য ব্রত—শ্রীহরিবাসরাদি বৈষ্ণব ব্রত ভিন্ন অন্য কাম্য ব্রত। অন্য দান—শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের প্রীতি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে দান। বস্তুজ্ঞান—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণদাসত্ব ব্যতীত অন্য বস্তু—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান বা মায়াময় দেহদৈহিকানুসন্ধানরূপ জ্ঞান। দুজা—দ্বিধা, সন্দেহ ॥ ৪১ ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণেশ্বরী ও প্রাণেশ্বর ; এবং আমার জীবনে মরণে, ইহকালে ও পরকালে একমাত্র অবলম্বন। দুঁহার পিরীতি রসসুখে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আছে শ্রীরাধা প্রীতি এবং শ্রীরাধার প্রতি আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি; এই প্রীতি হেতু পরস্পর পরস্পরের রসমাধুর্য্য আস্বাদনে যে সুখ

যুগল চরণ-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ, কামরতিগণ-ভূপ,
মনে রহু ও লীলা কি রীতি ॥৪৩॥
দশনেতে তৃণ ধরি, হা হা! কিশোর কিশোরি!
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ কুমার শ্যাম! বৃষভানু কুমারী নাম,
শ্রীরাধিকা-রামা মনোহারি ॥৪৪॥

হে শ্রীরাধিকাদীনাং রামাণাং মনোহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! ॥৪৪॥

অনুভব করেন, সেই সুখে সুখী হইয়া যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের ভজনে রত, তাঁহারা প্রেমানন্দে ভাসিতে থাকেন,—এই কথা আমার হৃদয়ে সতত জাগরূক থাকুক অর্থাৎ এই বিষয়ে আমার চিত্ত লুব্ধ হউক; যেহেতু এই লোভই রাগানুগা ভক্তির মূল কারণ ॥ ৪২ ॥

যুগল কিশোর রূপ ইত্যাদি—ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের রূপ কোটিকন্দর্পরূপের রাজা এবং ব্রজকিশোরী শ্রীরাধিকার রূপ কোটি কোটি রতিরূপের রাজ্ঞী; অর্থাৎ যুগলের রূপমাধুর্য্য সমীপে কোটি কোটি কন্দর্প ও রতির রূপ অতি তুচ্ছ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় অন্তর্দ্দশাতে শ্রীরাধামাধবের স্ফূর্ত্তি

কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত-কাঁই,
দরপ-দরপ করু চূর।
নটবর শেখরিণী, নটিনীর শিরোমণি,*
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর ॥৪৫॥
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেম নীল কান্তি-ধর,
ভাবভূষণ করু শোভা।
নীল পীত-বাসধর, গৌরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দোঁহে লোভা ॥ ৪৬ ॥

কাঁই—কান্তিঃ। নটবরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শেখরিণী শিরোভূষণ রূপা। নটিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ শিরোভূষণ-মণিরূপঃ ॥ ৪৫ ॥

সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যুগলচরণে প্রার্থনা করিতেছেন।—হে শ্রীরাধিকাদি ব্রজরামাগণের মনোহরণকারি শ্রীকৃষ্ণ! ইত্যাদি ॥৪৪

কনক কেতকী রাই—শ্রীরাধিকা স্বর্ণকেতকী বর্ণা। শ্যাম মরকত কাঁই—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণি বর্ণ। দরপ—কন্দর্প। দরপ-দরপ করু চূর—কন্দর্পের গর্ব্ব চূর্ণ করেন। কন্দর্পো দর্পকোঽনঙ্গ ইত্যমরঃ। দুহুঁ গুণে ইত্যাদি—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, পরস্পর পরস্পরের গুণে আকৃষ্ট হইয়া সতত ঝুরেন—নয়নজলে ভাসিতে থাকেন ॥ ৪৫ ॥

---

* পাঠান্তর—নটবর-শিরোমণি, নটিনীর শেখরিণী।

আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
(তছু পায়) কহে দীন নরোত্তম দাস।
নিশি দিন গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে মোর এই অভিলাষ ॥৪৭॥
রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক-বেদ সার এই বাণী।

স্ফূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শ্রীরাধামাধবের মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন। পরস্পরের অন্তরের ভাবে (প্রেমে) পরস্পর যুক্ত থাকায় স্বর্ণকান্তিধারিণী শ্রীরাধা ও নীলকান্তিধারী শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবরূপ ভূষণ সকল শোভিত করিয়াছেন। নীলকান্তিধর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে বিভোরা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গকান্তিকে নিজ অঙ্গ ভূষণ করিবার অভিপ্রায়ে নীলবসন পরিধান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার হেমকান্তিধারিণী শ্রীরাধিকার প্রেমে বিভোর হইয়া তদীয় অঙ্গকান্তিকে স্বীয় অঙ্গভূষণ করিবার অভিপ্রায়ে পীতবসন পরিধান করিয়াছেন। ৪৬-৪৭।

রাগানুগাভক্তি রীতি।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এক্ষণে রাগানুগামার্গের ভজনরীতি বলিতেছেন। অভিমত শাস্ত্রসম্মত। লোকবেদ-সার—লোক—রাগমার্গীয় জনসকল, বেদ—গোপালতাপনী শ্রুতি প্রভৃতি, বেদান্তভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহ—ইঁহারা

সখীর অনুগা হৈঞা, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা,
এই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥৪৮॥

লোকবেদ-সার এই বাণী—ইয়ং বাণী লোকবেদয়োঃ সাররূপাঃ। ৪৮।

রাগানুগা ভজনরীতি বিষয়ে যাহা বলেন, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বাক্য তাহারই সার নির্য্যাস, স্বকপোল কল্পিত নহে।

রাগানুগা ভজনরীতি জানিবার পূর্ব্বে আমাদের জানা আবশ্যক—"রাগানুগাভক্তি কাহাকে কহে।" এই রাগানুগাভক্তি জানিতে হইলে, রাগ-লক্ষণ সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। যথা—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥
—ভঃ রঃ সিঃ।

নিজাভীষ্টে স্বাভাবিকী প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ—ইহাই রাগের স্বরূপ (ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা স্বরূপলক্ষণ—শ্রীচৈঃ চঃ)। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, রূপাদি গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি যেমন স্বভাবতঃই (আপনা হইতেই) অনুরক্ত—তাহাতে যেমন কাহারও প্রেরণার অপেক্ষা নাই, সেই প্রকার নিজাভিলষিত শ্রীভগবৎ-স্বরূপে প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ, এই তৃষ্ণাটী ভক্তের স্বাভাবিকী—কাহারও প্রেরণাহেতুক নহে। জল জমাট বাঁধিয়া গাঢ় (বরফ)

হইলে তাহাতে যেমন তৃণাদি প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা প্রগাঢ়, তাহাতে স্বসুখানুসন্ধানের লেশমাত্রও নাই—একমাত্র কৃষ্ণসুখার্থে নিখিল চেষ্টা।

এই স্বাভাবিকী প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণার অসাধারণ কার্য্য—নিজাভীষ্টে পরম আবিষ্টতা। (ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থ লক্ষণ কথন—শ্রীচৈঃ চঃ)। প্রগাঢ় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির যেমন একমাত্র জলেই আবেশ, জল ভিন্ন বস্তুর অনুসন্ধান লইতে যেমন তাহার মন অসমর্থ, সেই প্রকার নিজাভীষ্টে যাঁহার রাগ অর্থাৎ স্বাভাবিকী প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণা, নিজাভীষ্ট ব্যতীত অন্য বস্তুর অনুসন্ধান লইতে তাঁহার মন অসমর্থ, একমাত্র নিজাভীষ্টেই তাঁহার আবেশ। যে ভক্তি রাগময়ী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রাগই যে ভক্তির প্রবর্ত্তক, তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকাভক্তি একমাত্র ব্রজবাসীজনাদিতেই বিরাজমানা। এই রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসীজনের ভাববিশেষে অর্থাৎ তাঁহাদের সেই ভক্তিপরিপাটীতে লোভযুক্ত হইয়া নিজাভিলষিত ব্রজবাসীজন বিশেষের ও তাঁহাদের রাগাত্মিকাভক্তি-পরিপাটীর অনুসরণ পূর্ব্বক, যাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিঅঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তির নাম **রাগানুগাভক্তি**—এই রাগানুগাভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ঐ ব্রজবাসীজন হইতে সাধক হৃদয়ে রাগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিয়ে গণন।

এজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন,—সখীর অনুগা ইত্যাদি। ঐ ব্রজবাসীজনগণের মধ্যে সখীভাবে চিত্ত লুব্ধ হইলে কোন সখীবিশেষের অনুগত হইয়া মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করতঃ সতত ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় (মানসে) নিযুক্ত থাকিবে এবং তাহারই পরিপোষকরূপে বাহ্যদেহে শ্রবণকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহ সেবাদি করিবে। এইরূপে ভজন করিতে করিতে পরিপাকাবস্থায় প্রেমাবির্ভাবের পর যথাবস্থিত দেহ ভঙ্গ হইলে সাধক ব্রজে ঐ সিদ্ধদেহ সাক্ষাৎ লাভ করতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবায় বিভোর হইয়া চিরপিপাসিত প্রাণ জুড়াইয়া থাকেন। ৪৮।

শ্রীরাধিকা ও সখীগণের তত্ত্ব।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যাঁহার বৈভবাংশ, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তিগণ-মধ্যে তিনি শক্তি প্রধান—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গ মায়া-শক্তি। তন্মধ্যে অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার অপর নাম স্বরূপ শক্তি। এই স্বরূপ-শক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিবিধরূপে অভিব্যক্ত। ইহার মধ্যে আবার হ্লাদিনী শক্তিরই সমধিক উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড পরমানন্দ স্বরূপ হইয়াও

ললিতা বিশাখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন ॥ ৪৯ ॥

এই হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা স্বরূপানন্দ বিশেষ স্বয়ং উপভোগ করেন এবং ভক্তগণকেও উপভোগ করান। এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বিবিধ-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ উপভোগ করান; এক স্বরূপে অমূর্ত্তা-বস্থায় শক্তিরূপে আর বাহিরে সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রীদেবী বা মূর্ত্তিমতী অবস্থায় বৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকারূপে। কেবলমাত্র শক্তিরূপে লীলার অসিদ্ধি হেতু, এই হ্লাদিনীশক্তি ক্রমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব বা মহাভাব রূপে পরিণত। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ, অর্থাৎ মহাভাবের মূল-আশ্রয়রূপা শ্রীরাধিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সব মহাভাবাখ্য প্রীতিরসে বিভাবিত। যথা—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণের নিজ শক্তি রাধা লীলার সহায় ॥—শ্রীচৈঃ চঃ।

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকা, রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ বিশেষে প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত বিবিধ রস-

তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ ।

সত্ত্বার স্বয়ং একাধারে ধারণ করিতেছেন; আবার আকার স্বভা-বাদিভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রস সমূহ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত স্বীয় কায়ব্যূহস্বরূপা অনন্ত ব্রজদেবীরূপে প্রকটিত আছেন। নিখিল স্বরূপের মূল আশ্রয় বা সর্ব্বাংশী শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অংশাদি অবতার সকলের প্রকাশ, তেমনি নিখিল শক্তি-সমূহের (কান্তাগণের) মূল আশ্রয় বা অংশিনী শ্রীরাধিকা হইতে চন্দ্রা-বলী ও ললিতাদি ব্রজদেবীগণের বিস্তার। শ্রীরাধিকা মহাভাবাখ্য প্রেমরসের সাগর সদৃশী, আর ব্রজদেবীগণ সেই সাগরের এক একটী তরঙ্গ বা অংশরূপা। এই ব্রজদেবীগণ প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—বিপক্ষ, তটস্থপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, ও স্বপক্ষ। শ্রীরাধিকার বিপক্ষ—চন্দ্রাবলী; তটস্থপক্ষ (বিপক্ষের সুহৃৎ-পক্ষ)—ভদ্রা; সুহৃৎপক্ষ—যূথেশ্বরী শ্যামলা; স্বপক্ষ—ললিতা বিশাখাদি সখীবৃন্দ।

সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখীভেদে সখী পঞ্চবিধ। ইঁহাদের মধ্যে কেহ সমস্নেহা, কেহ বিষমস্নেহা। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, কুন্দলতা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখী; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহবতী। কস্তুরী মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী; ইঁহারা শ্রীরাধিকাতে অধিক স্নেহবতী। এজন্য ইঁহাদিগকে বিষম-

ইহা সভা সহচরী, প্রিয়প্রেষ্ঠ নাম ধরি,
প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ ॥ ৫০ ॥

স্নেহা বলা হয়। শশিমুখী বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা প্রভৃতি প্রিয়সখী। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি আট জন পরমপ্রেষ্ঠসখী; এই অষ্টসখী যদিও সমস্নেহা (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার প্রতি তুল্য স্নেহবতী), তথাপি সময়ে সময়ে শ্রীরাধিকাতে ইঁহাদের অধিক স্নেহ দৃষ্ট হয়।

সখীগণের বর্ণ বস্ত্রাদি।

১। ললিতা—(শ্রীগৌরলীলায় স্বরূপ দামোদর) অপর নাম অনুরাধা, গোরোচনা-বর্ণা, শিখিপুচ্ছ বসনা, শারদী মাতা, বিশোক পিতা, ভৈরব পতিম্মন্য (১), বামপ্রখর স্বভাবা, শ্রীরাধিকার সাতাইশ দিনের বড়, কর্পূর-তাম্বূল-সেবা, অষ্টদল-কমলাকৃতি যোগপীঠের (২) উত্তর দলে তড়িদ্বর্ণ ললিতানন্দদকুঞ্জ।

পতিম্মন্য—তত্ত্বতঃ পতি নহে, অথচ যোগমায়াকল্পিত ভ্রমে নিপতিত হইয়া নিজেকে পতি বলিয়া মনে করে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সিদ্ধান্ত "নূপুর মুরলী ধ্বনি" এই ত্রিপদী-ব্যাখ্যায় লিখিত "ব্রজপরকীয়া তত্ত্বে" দেখুন।

সমস্নেহা বিষমস্নেহা, না করিও দুই লেহা,
কহি মাত্র অধিক স্নেহাগণ।

ইঁহার যূথে—রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী, কলাপিনী।

২। বিশাখা—(শ্রীগৌরলীলায় রায় রামানন্দ) বিদ্যুৎ বর্ণা, তারাবলী বসনা, জটিলার ভগ্নী-কন্যা দক্ষিণা মাতা, পাবন পিতা, বাহিক পতিম্মন্য, অধিক মধ্য স্বভাবা, শ্রীরাধিকার জন্মক্ষণে জন্ম, বস্ত্রালঙ্কার সেবা, ঐশান্য-দলে মেঘবর্ণ বিশাখানন্দদ-কুঞ্জ। ইঁহার যূথে—মাধবী, মালতী, চন্দ্রলেখা, কুঞ্জরী, হরিণী, চপলা, সুরভি, শুভাননা।

৩। চিত্রা—(শ্রীগৌরলীলায় গোবিন্দানন্দ) কাশ্মীরগৌর বর্ণা, কাচতুলা বসনা, চর্বিকা মাতা, বৃষভানুরাজার পিতৃব্য পুত্র চতুর পিতা, পিঠর পতিম্মন্য, অধিকমৃদ্বী-স্বভাবা, শ্রীরাধিকার ছাব্বিশ দিনের ছোট, লবঙ্গমালা সেবা, পূর্ব্বদলে বিচিত্র বর্ণ চিত্রানন্দদ পদ্মকিঞ্জল্ক কুঞ্জ। ইঁহার যূথে—রসালিকা, তিলকিনী, শৌরসেনী, সুগন্ধিকা, রমিলা কামনগরী, নাগরী, নাগবেলিকা।

৪। ইন্দুরেখা—(শ্রীগৌরলীলায় বসু রামানন্দ) হরিতালবর্ণা, দাড়িম্বপুষ্প বসনা, বেলা মাতা, সাগর পিতা, দুর্ব্বল পতিম্মন্য, বামপ্রখর স্বভাবা, শ্রীরাধার তিনদিনের ছোট, মধুপান সেবা, আগ্নেয় দলে স্বর্ণবর্ণ ইন্দুরেখাসুখদ পূর্ণেন্দু কুঞ্জ। ইঁহার

নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথা লীলা রঙ্গে,
নর্ম্ম সখী এই সব জন ॥ ৫১ ॥

যূথে—তুঙ্গভদ্রা, রসোত্তুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুমঙ্গলা, চিত্রলেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মোদনী, মদনালসা।

৫। চম্পকলতা—(শ্রীগৌরলীলায় সেন শিবানন্দ) চম্পক কুসুমবর্ণা, চাসপক্ষ বসনা, বাটিকা মাতা, আরাম পিতা, চণ্ডাক্ষ পতিম্মন্য, বামমধ্য স্বভাবা, শ্রীরাধার একদিনের ছোট, রত্নমালাদি দান ও চামর ব্যজন সেবা, দক্ষিণ দলে তপ্তজম্বুনদ বর্ণ চম্পকলতানন্দদ কামলতা কুঞ্জ। ইহার যূথে—কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রলতিকা, কন্দুকাক্ষী, সুমন্দিরা।

৬। রঙ্গদেবী—(শ্রীগৌরলীলায় গোবিন্দ ঘোষ) পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণা, জবাকুসুম বস্ত্রা, করুণা মাতা, রঙ্গসার পিতা, বক্রেক্ষণ পতিম্মন্য, বামমধ্য স্বভাবা, শ্রীরাধার সাত দিনের ছোট, চন্দন সেবা, নৈর্ঋত দলে শ্যামবর্ণ রঙ্গদেবী সুখদকুঞ্জ। ইহার যূথে—কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দীরা, কন্দর্প সুন্দরী, কামলতিকা, প্রেমমঞ্জরী।

৭। তুঙ্গবিদ্যা—(শ্রীগৌরলীলায় বক্রেশ্বর পণ্ডিত) কর্পূর চন্দন মিশ্রিত কুঙ্কুম বর্ণা, পাণ্ডুর বস্ত্রা, মেধা মাতা, পৌষ্কর পিতা, বালিশ পতিম্মন্য, দক্ষিণপ্রখর স্বভাবা, শ্রীরাধার পাঁচ দিনের বড়, নৃত্যগীতাদি সেবা, পশ্চিমদলে অরুণবর্ণ তুঙ্গবিদ্যানন্দদ কুঞ্জ।

শ্রীরূপ মঞ্জরী সার, শ্রীরস মঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।

ইহার যূথে—মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধুস্যন্দা, গুণচূড়া, বরাঙ্গদা।

৮। সুদেবী—(শ্রীগৌরলীলায় বাসুদেব ঘোষ) রঙ্গদেবীর যমজ ভগ্নী, বর্ণবস্ত্রাদি রঙ্গদেবীবৎ, বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পতিম্মন্য, বামপ্রখর স্বভাবা, জলসেবা, বায়বীয় দলে হরিতবর্ণ সুদেবীসুখদ কুঞ্জ। ইহার যূথে—কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশী, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী মনোহরা ॥৪৯—৫১॥

মঞ্জরীগণের বর্ণ-বস্ত্রাদি।

১। রূপমঞ্জরী—গোরোচনা বর্ণা, শিখিপুচ্ছ বসনা, স্বর্ণ-[illegible]র্ণ তাম্বূল বীটিকা সেবা, ললিতা কুঞ্জের উত্তরে রূপোল্লাস কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় রূপ গোস্বামী)।

২। মঞ্জুলালী মঞ্জরী—তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, কিংশুক বসনা, বস্ত্রসেবা, বিশাখা কুঞ্জের উত্তরে লীলানন্দদ কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় লোকনাথ গোস্বামী), অপর নাম লীলা মঞ্জরী।

৩। রসমঞ্জরী—চম্পকবর্ণা, হংসপক্ষ বস্ত্রা, চিত্রসেবা, চিত্রাকুঞ্জের পশ্চিমে রসানন্দদ কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী)।

শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে; কস্তুরিকা-আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥ ৫২ ॥

৪। রতিমঞ্জরী—অপর নাম তুলসী মঞ্জরী, কেহ কেহ ভানুমতী মঞ্জরীও বলেন,—বিদ্যুদ্বর্ণা, তারাবলি বস্ত্রা, চরণ সেবা, ইন্দুরেখা কুঞ্জের দক্ষিণে রত্নাম্বুজ কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় রঘুনাথ দাস গোস্বামী)।

৫। গুণমঞ্জরী—বিদ্যুদ্বর্ণা, জবাকুসুম-বসনা, জল সেবা, চম্পকলতা কুঞ্জের ঈশানে গুণানন্দন কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় গোপাল ভট্ট গোস্বামী)।

৬। বিলাসমঞ্জরী—স্বর্ণকেতকীবর্ণা, চঞ্চরীক বস্ত্রা, রাগজ অঞ্জন সেবা, রঙ্গদেবী কুঞ্জের পশ্চিমে বিলাসানন্দ কুঞ্জ, (শ্রীশ্রীগৌরলীলায় শ্রীজীব গোস্বামী)।

৭। লবঙ্গমঞ্জরী—নামান্তর রতি মঞ্জরী, উদীয়মান বিদ্যুদ্বর্ণা তারাবলিবস্ত্রা, লবঙ্গমালা সেবা, তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জের পূর্ব্বে লবঙ্গসুখদ কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় সনাতন গোস্বামী)।

৮। কস্তুরীমঞ্জরী—শুদ্ধস্বর্ণবর্ণা, কাচতুল্যবসনা, চন্দন সেবা, সুদেবী কুঞ্জের উত্তরে কস্তুর্য্যানন্দদ কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী) ॥ ৫২ ॥

এ-সভার অনুগা হৈঞা, প্রেমসেবা নিব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী মাঝে ॥ ৫৩ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চারিদিকে সখীগণ,
সময়ের সেবারস সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে ॥ ৫৪ ॥

রাগানুগীয় সাধকের সাধ্য ও সাধন।

একমাত্র প্রেমদ্বারা ক্রিয়মাণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ সেবার নাম প্রেম সেবা, ইহাই সাধ্যবস্তু। যুগল কিশোরের এই প্রেমসেবায় কেবল সখী মঞ্জরীগণেরই অধিকার; ইঁহাদের অনুগতা কিঙ্করী হইয়া ইঁহাদের নিকট শ্রীরাধা-মাধবের প্রেমসেবা প্রার্থনা করিব এবং ইঁহাদের আদেশ ক্রমে সেবায় নিযুক্ত হইব। যুগলের রূপগুণে ডগমগি—বিভোর হইয়া সর্ব্বদা অনুরাগী হইব অর্থাৎ প্রতিক্ষণে নবনবায়মানরূপে বিকাশমান যুগলের মাধুর্য্য আস্বাদন করিব ॥ ৫৩ ॥

"শ্রীবৃন্দাবনে সময়োচিত যোগপীঠে শ্রীরাধামাধব যুগল মিলিত আছেন, সখীগণ চারিদিকে নিজ নিজ স্থলে অবস্থিত হইয়া সময়োচিত সেবা ও তজ্জনিত আনন্দ আস্বাদন করিতে-

যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদায় ।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগ পথের এই সে উপায় ॥৫৫॥
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার ।

ছেন। এমতাবস্থায় তাঁহারা আমাকে ইঙ্গিত (নয়নভঙ্গ্যাদি দ্বারা যুগলের সেবায় নিয়োগ) করিবেন, তখন আমি সময়োচিত সেবাবসর বুঝিয়া কিশোর-যুগলকে চামর দ্বারা বাতাস করিব, কখনও চাঁদমুখে তাম্বূল অর্পণ করিব এবং কখনও বা যুগলের পাদসম্বাহন করিব। সাধক সর্ব্বদা শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীভাবে এই সকল সেবা ভাবনা করিবেন এবং ইহা লাভের নিমিত্ত সতত অনুরাগী (লোভযুক্ত) থাকিবেন ॥ ৫৪ ॥

সাধনে ভাবিব যাহা—সাধক,অন্তশ্চিন্তিত সাক্ষাৎ সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ সতত চিন্তা করিয়া সেই দেহে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির অনুগতভাবে শ্রীরাধামাধবের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রেমসেবায় মানসে রত থাকিবেন। সাধকদেহ ভঙ্গের পর ঐ সিদ্ধদেহ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির সঙ্গিনীরূপে লীলায় প্রবেশ হইবে এবং তখন সেই অন্তশ্চিন্তিত "প্রেমসেবা" সাক্ষাৎরূপে লাভ হইবেন ॥ ৫৫ ॥

পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন রীতি'
ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার ॥ ৫৬ ॥
নরোত্তম দাসে কহে, এই যেন মোর হয়ে,
ব্রজপুরে অনুরাগ বাসে ।
সখীগণ-গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহুঁ পূরিব অভিলাষে ॥৫৭॥

সাধনে যে ধন চাই—সাধনাবস্থায় যে সকল সেবা পরিপাটী চিন্তা করা যাইবে, সিদ্ধাবস্থায় তাহাই লাভ হইবেন— (যথাক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতীতি শ্রুতিঃ। ক্রতুরত্র সঙ্কল্প ইতি ভাষ্যকারঃ—প্রীতিসন্দর্ভঃ); তবে সাধকের অবস্থাগত অপক্কতা ও পক্কতা অংশে ভেদমাত্র,—স্বরূপতঃ ভক্তিতে কোন ভেদ নাই; যেহেতু সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি উভয়ই স্বরূপশক্তি-বৃত্তিরূপা। পক্কাবস্থায় (প্রেমোৎকর্ষ লাভের পর) অর্থাৎ সাধকদেহ ভঙ্গানন্তর সাক্ষাৎরূপে প্রাপ্ত সিদ্ধদেহে ক্রিয়মাণ সাক্ষাৎ সেবার নাম—প্রেমভক্তি বা প্রেমসেবা সিদ্ধরীতি। আর সাধকদেহ ভঙ্গের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে ভাবনা দ্বারা ক্রিয়মাণ সেবা বা প্রেমসেবা পরিপাটী অনুকরণের নাম—সাধনভক্তি বা প্রেমসেবা সাধনরীতি; ইহা দ্বারাই সাক্ষাৎ সেবা বা প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্ ।
আজ্ঞাসেবা-পরাং তত্তৎকৃপালঙ্কার-ভূষিতাং ॥৫৮॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং ।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥৫৯॥

সখীনাং শ্রীললিতা-শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনাং সঙ্গিনীরূপাম্ আত্মানং ধ্যায়েদিতি শেষঃ। কিম্ভূতাম্ আজ্ঞাসেবাপরাম্ আজ্ঞয়া তাসামনুমত্যা সেবাপরাং শ্রীরাধামাধবয়োরিতি শেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাং সুপ্রসিদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণমনোহররূপেণ শ্রীরাধিকা নির্ম্মাল্যালঙ্কারেণ ভূষিতাং; নির্ম্মাল্য-মাল্যবসনাভরণাস্তু দাস্য ইত্যুক্তেঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং বাসনাময়ীং চিন্তাময়ীম্ ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরমিত্যাদিবৎ ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণং স্মরন্নিতি। স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগস্য মনোধর্ম্মত্বাৎ। প্রেষ্ঠং নিজভাবোচিত-লীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশ্বরম্। অস্য কৃষ্ণস্য জনঞ্চ কীদৃশং নিজসমীহিতং

প্রেমসেবা লিপ্সু সাধক সিদ্ধদেহাভিমানে সতত ভাবনা করিবেন,—"আমি শ্রীললিতা-বিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জরী আদির সঙ্গিনীরূপা, তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে শ্রীরাধামাধবের সেবাপরা কিঙ্করী, সর্ব্বমনোহারী শ্রীকৃষ্ণেরও যাহাতে মন হরণ হয়, ঈদৃশ শ্রীরাধিকার প্রসাদী অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিতা এবং শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা সঙ্কল্প দ্বারা আমার সর্ব্বাবয়ব বিভাবিত" ॥৫৮

যুগলচরণ-প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি প্রেমা-ময় পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥ ৬০ ॥

অভিলষণীয়ং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতাবিশাখারূপমঞ্জর্য্যাদিকং কৃষ্ণস্যাপি নিজসমীহিতত্বেঽপি তজ্জনস্য উজ্জ্বলভাবৈকনিষ্ঠত্বাৎ নিজসমীহিতত্বাধিক্যং। ব্রজে বাসমিতি অসামর্থ্যে মনসাপি সাধকশরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। সিদ্ধশরীরেণ বাসস্তু উত্তর শ্লোকার্থঃ প্রাপ্ত এব। ৫৯ ॥

পরবন্ধে—প্রবন্ধে, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসবিজ্ঞ-ভক্তজনবিরচিত, প্রেমময়কথায়াং মম রতির্ভবতু। চরণে রাধামাধবয়োরিতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥

রাগানুগামার্গে স্মরণাঙ্গই প্রধান। রাগানুগীয় সাধক, নিজাভিলষিত ভাবোচিত লীলাবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ও তদীয় প্রিয়জনকে স্মরণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়জনের কথায় রত থাকিয়া সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ উভয় দেহদ্বারাই সতত ব্রজে বাস করিবেন। সাধকদেহ দ্বারা সাক্ষাৎরূপে বাসে অসমর্থ হইলে মন দ্বারাও বাস করিবেন। যেহেতু সিদ্ধদেহ দ্বারা মানসে সতত ব্রজে বাস করার কথা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "সেবা সাধক-

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগল-বিলাস স্মৃতি-সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা বই আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার ॥ ৬০ ॥

বিধীনাং কর্ত্তব্যোপদেশানাং সারঃ ॥ ৬১ ॥

রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি" এই শ্লোকের অর্থ দ্বারাই পাওয়া যাইতেছে ॥ ৫৯ ॥

যুগলচরণ প্রীতি—শ্রীরাধামাধব যুগলের চরণকমলে আমার প্রীতি হউক। পরম আনন্দ তথি—তাহাতেই ঐ (প্রীতিতেই) পরম আনন্দ লাভ হইয়া থাকেন। পরবন্ধে—প্রেমময় প্রবন্ধে, শ্রীরূপ-ভক্তিরসজ্ঞ-ভক্তজন-বিরচিত যুগলের প্রেমময় কথাতে আমার রতি হউক। রসধাম—পরমানন্দরসের মন্দির মূল প্রতিষ্ঠান। চরণে পড়িয়া শ্রীরাধামাধব যুগল-চরণে ঐকান্তিক ভাবে শরণাপন্ন হইয়া পরমানন্দরস নিলয় শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীরাধানাম উপাসনায়ই (শ্রবণকীর্ত্তনাদিতেই) শ্রীযুগলকিশোর চরণে প্রীতি লাভ হইয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

প্রাণ—জীবনীশক্তি। স্মরণই মনের জীবনীশক্তি, যাহার মনে স্মরণ নাই তাহার মন প্রাণহীন দেহের ন্যায় নির্জীব বা মৃতপ্রায়। এবং যে দেহে প্রাণ নাই, সে দেহ যেমন শৃগাল কুকুরাদিতে ভক্ষণ করে, সেই প্রকার যাহার মনে স্মরণ নাই তাহার

জলদ-সুন্দর কান্তি, মধুর মধুর ভাতি,
বৈদগ্ধি-অবধি সুবেশ।

মনকে অনবরত কামক্রোধাদি-রিপুগণ দংশন করিতে থাকে। আবার যে দেহে প্রাণ আছে সে দেহ দেখিয়া যেমন শৃগাল কুকুরাদি ভয়ে পলায়ন করে, সেই প্রকার যে মনে স্মরণ আছে সেই সজীব মনকে দেখিয়া কামাদি রিপুগণ দূর হইতে ভয়ে পলায়ন করে। অতএব কামাদি রিপুগণের মর্ম্মন্তুদ নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে স্মরণাঙ্গই প্রধানরূপে অবলম্বনীয়। যুগল বিলাস স্মৃতিসার—স্মরণ প্রধানতঃ চতুর্ব্বিধ—নামস্মরণ, রূপস্মরণ, লীলাস্মরণ ; ইহার মধ্যে লীলাস্মরণেরই সমধিক উৎকর্ষ। যেহেতু লীলাস্মরণের অবান্তর ভাবে নাম-রূপ গুণ স্মরণও বিদ্যমান আছেন। এই লীলা আবার বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কিশোরবর্ণিত শ্রীরাধামাধব যুগলের লীলাস্মরণই সর্ব্ববিধ সার শ্রেষ্ঠ। যেহেতু যুগলের লীলাবিলাসরস আস্বাদনরূপ সাধ্যশিরোমণি লাভের একমাত্র সাধন হইলেন—ঐ লীলাবিলাস-স্মরণ। ইহা বৈ ইত্যাদি - ইহা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ সাধ্য সাধনতত্ত্ব আর নাই। কারণ নিখিল শাস্ত্র জীবের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সকল উপদেশের সারমর্ম্ম (স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

পীতবসন-ধর, আভরণ মণিবর,
ময়ুর-চন্দ্রিকা করু কেশ ॥ ৬২ ॥
মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম-বিলেপন,
মোহন-মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীম কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ ॥ ৬৩ ॥
ঈষত মধুর স্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূ-বৃন্দে।

মধুর মধুর—মধুরাদপি মধুরম্ অতিশয়মধুরমিত্যর্থঃ ॥৬২॥
নবীনকুসুমাবল্যা মধুলোভেন মত্তভৃঙ্গঃ যস্য সমীপে ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়, শ্রীযুগলকিশোরের লীলাবিলাস-স্মরণের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ রূপ-মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন—জলদ সুন্দর ইত্যাদি। কাঁতি—কান্তি। নবীন মেঘ অপেক্ষাও অতি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের নীল অঙ্গকান্তি, মধুর হইতেও সুমধুররূপে শোভা পাইতেছেন। বৈদগধি-অবধি সুবেশ—শ্যামসুন্দর যেরূপ সুন্দর বেশ-ভূষণে বিভূষিত আছেন, তাহাতে পরম-কেলিকলা-পাণ্ডিত্যের চরম নৈপুণ্য সূচিত হইতেছেন। ময়ুর চন্দ্রিকা করু কেশ—কুঞ্চিত কেশকলাপের উপর ময়ুরপুচ্ছরচিত চূড়া ধারণ করিয়াছেন ॥ ৬২-৬৩ ॥

চরণ কমল' পর, মণিময় নূপুর,
নখমণি ঝলমল-চন্দ্রে ॥ ৬৪ ॥
নূপুর মুরলী ধ্বনি, কুলবধূ মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।

ঈষত মধুর স্মিত—মৃদু মধুর হাস্য ও বিদগ্ধতা-(কেলি-কলা-রসিকতা) পূর্ণ লীলামৃত—ভাবভঙ্গী-মধুরিমা দ্বারা ব্রজবধূ-গণের লোভ জন্মাইতেছেন। চরণ-কমলে মণিময় নূপুর ও নখ-শ্রেণীরূপ মণিসমূহ চন্দ্রের ন্যায় ঝলমল করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥

ব্রজপরকীয়া-তত্ত্ব।

কুলবধূ মরালিনী—ব্রজাঙ্গনারূপ রাজহংসিনী। শ্রীকৃষ্ণের নূপুর ও মুরলীধ্বনি শ্রবণে ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িনী রতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ব্রজাঙ্গনাগণ যদিও কুলবধূ, তথাপি সতী স্ত্রী যেমন পতির সহিত মিলিতা হয়, তাঁহারাও তেমন ঐ স্বরূপজা রতি স্বভাবে দুস্ত্যজ লোকধর্ম্ম মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নির্ব্বাধগতিতে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হয়েন।

কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজাঙ্গনাগণকে তাঁহাদের পতিশ্বশ্রূ প্রভৃতি, শত শত বাধা প্রদানেও গতিরোধ করিয়া গৃহে রাখিতে সমর্থ হন না—"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥" শ্রীভাঃ ১০।২৯।৭। এই সকল প্রমাণানুসারে এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "নূপুর মুরলী-

হৃদয়ে বাড়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম গেল দূরে ॥ ৬৫ ॥

ধ্বনি এই ত্রিপদীতে জানা যাইতেছে, ব্রজাঙ্গনাগণ পরবধূ এবং শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি তাহাই হয় তবে যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর—যিনি অধর্ম্মের নিবারক ধর্ম্মের সংস্থাপক—যাঁহার লীলামাধুর্য্য আত্মারাম মুনিগণবন্দ্য-শুকদেবেরও চিত্তাকর্ষক সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণজনিত দোষ-সংস্পর্শে চিরকলঙ্কিত হইতেন এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি সতীগণ যাঁহাদের পাতিব্রত্য বাঞ্ছা করেন, শ্রুতিগণ (বেদ উপনিষদ অভিমানিনী দেবতাগণ) যাঁহাদের ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত আনুগত্য পর্য্যন্ত স্বীকারে গোপীরূপে জন্মলাভ করিয়াছেন, শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় যাঁহাদের ভাবের নিরবদ্যতা ঘোষণা করিয়াছেন, আত্মারাম চূড়ামণি শ্রীশুকদেব যাঁহাদের অনুরাগবিলসিত লীলাসমূহ তন্ময়ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ধার্ম্মিক প্রবর পরীক্ষিত মহারাজ যাঁহাদের তাদৃশ প্রেমবিলসিত-লীলা তাদৃশ ভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, সেই পরমবন্দ্যা ব্রজাঙ্গনাগণও ব্যভিচারিণী বলিয়া নিন্দাভাজন হইতেন।

কিন্তু উহা কখনও সম্ভবে না; যেহেতু বেদাদি শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যথা—"কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্"—গোপালতাপনী শ্রুতি। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্

স্বয়ম্"—শ্রীমদ্ভাগবত। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—ব্রহ্মসংহিতা। এই সকল শাস্ত্র ব্রজাঙ্গনাগণকেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা—"গোপীজনাবিদ্যা কলাপ্রেরকঃ" (গোপীসমূহই সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণলীলাকারিণী কলা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা শক্তিবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেরক) "স বো হি স্বামী ভবতি"—গোপালতাপনী শ্রুতি। "পাদন্যাসৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "কৃষ্ণবধ্বঃ—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৭।" "অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা"—গৌতমীয় তন্ত্র। "আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ—ব্রহ্মসংহিতা ("কলাভিঃ শক্তিভিঃ, নিজরূপতয়া স্বস্বরূপতয়া"—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৮৩ সং)। —ইত্যাদিস্থলে ব্রজাঙ্গনাগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই নিজ শক্তি ও প্রেয়সীরূপে বর্ণিত আছেন। বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে এই ব্রজাঙ্গনাগণের মুকুটমণি শ্রীরাধাকেই, সর্ব্বশক্তির মূলাশ্রয় বা শ্রেষ্ঠা শক্তিরূপে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—"সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা"। ঋক্‌পরিশিষ্টে বর্ণিত আছেন—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা"—অত্র সমস্ত পরিকর অপেক্ষা শ্রীরাধাসহ বিহারেই, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধিক শোভমান হন এবং শ্রীরাধাও অশেষরূপে সুশোভিতা হন। সর্ব্বশক্তি-মূলাশ্রয় বা আহ্লাদিনী শ্রীরাধাই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীরূপে স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছেন—"বারাণস্যাং বিশা-

লক্ষ্মী বিমলা পুরুষোত্তমে। রুক্মিণী দ্বারাবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে-বনে ॥"

সুতরাং শ্রীরাধিকাদি ব্রজাঙ্গনাগণ, শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি ও নিত্যপ্রেয়সী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিত্যকান্ত; এইরূপেই গোলোক ব্রজাঙ্গনাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিহার করিতেছেন; ইহা পূর্ব্বোক্ত "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ" এই ব্রহ্মসংহিতা বাক্যে বর্ণিত আছেন—"গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি"। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে ঐরূপে (স্বকীয়াভাবে) নিত্যবিহার করিয়াও আবার কি যেন কি এক অতৃপ্ত আকাঙ্খার বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্কল্প করেন—"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার বিস্তার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥" ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের ঈদৃশ আকাঙ্ক্ষাটী স্বরূপ হইতেই উত্থিত—আগন্তুক নহেন। এই আকাঙ্খার সাফল্যই শ্রীকৃষ্ণের চরমোৎকর্ষ বিস্তার করেন। যেহেতু অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের যতই উৎকর্ষ থাকুক না কেন, রসকৃত উৎকর্ষই শ্রীকৃষ্ণরূপের অসাধারণ বিশিষ্টতা বা রসিকশেখরতা সম্পাদক (—রসেনোৎকর্ষতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)। অতএব রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ রসের উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে। ভক্তিরস গৌণমুখ্য-ভেদে দ্বিবিধ; হাস্যাদি সাতটী গৌণভক্তিরস; আর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য,

মধুর এই পাঁচটী মুখ্যভক্তিরস। এই মুখ্য ভক্তিরস মধ্যেও আবার শান্তাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ, দাস্যাদি পর পর রসে বিদ্যমান-হেতু, এক শৃঙ্গার রসেই একাধারে পাঁচটী গুণ বিরাজিত আছে, এজন্য শৃঙ্গার রসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শৃঙ্গাররসের চরমোৎকর্ষ আবার পরকীয়াভাবেই প্রতিষ্ঠিত—স্বকীয়াতে নহে (—"অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ"—উজ্জ্বলনীলমণি। "পরকীয়া-ভাবে অতিরসের উল্লাস"—শ্রীচৈঃ চঃ)। এ কারণে পরকীয়া-ভাবে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত শৃঙ্গাররসোল্লাস আস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণেরও চরমোৎকর্ষ বা রসিকশেখরতা পরাকাষ্ঠা প্রকটিত (—"উদাত্তা-স্তৈরিতি উপপতিত্বে পূর্ণতমত্বমেব—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কৃত লোচনরোচনী)।

শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে ব্রজাঙ্গনাগণ সহ যে নিত্যবিহার করিতেছেন, সেখানে স্বকীয়াভাবে রসাস্বাদন হইতেছেন তথায় পরকীয়াভাব না থাকায় শৃঙ্গাররসের চরমোৎকর্ষাবস্থার আস্বাদন হন না, এজন্য গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের রসিকশেখরতা বা রসনির্য্যাস আস্বাদন চাতুর্য্যের সাফল্য না হওয়ায়, রসগত উৎকর্ষের চরমাবস্থাও তথায় অভিব্যক্ত হন না; ইহা একমাত্র ভৌমব্রজেই হইয়া থাকেন, যেহেতু ভৌমব্রজেই পরকীয়াভাবের অব্যভিচারিণী নিত্যস্থিতি ("ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস"—শ্রীচৈঃ চঃ)। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ গোলোক হইতে সঙ্কল্প করেন,—"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার বিস্তার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎ-

কার॥ সে বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥ আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥"শ্রীচৈঃ চঃ

পরকীয়াভাব, প্রাকৃত নায়িকাতেই অত্যন্ত রসবিঘাতক, কিন্তু ব্রজাঙ্গনাগণে নহে (যথাহ ভরতঃ—"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ"—উজ্জ্বলনীলমণিঃ)। ব্রজাঙ্গনাগণের এই পরকীয়াভাব, দোষাবহ না হওয়ার কারণ এই,—ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তি-পরিণতিরূপা* বা আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতা, তদীয় নিত্যকান্তা শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় অঘটন-ঘটনাপটীয়সী যোগমায়া, এই নিত্যকান্তাগণেই আপন প্রভাবে পরকীয়ারূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া রসিকেন্দ্র-মৌলি শ্রীকৃষ্ণের ঐ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সম্পাদন করেন।

একথা পূর্ব্বোক্ত "নেষ্টা যদঙ্গিনিরসে" শ্লোকের লোচন-রোচনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীচরণও বলিয়াছেন; যথা—"আশংসয়েতি•••তদ্দারাবতারিতানাং নিত্যপ্রেয়সীনামেব তাসাং

---

* হ্লাদিনীর সার প্রেম; প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥—শ্রীচৈঃ চঃ।

পরদারত্বভ্রমেণ যথা রসস্য বিধিঃ প্রকারবিশেষঃ সম্ভবতি তথা জন্মাদিলীলয়া বিস্মার্য্য প্রকটীকৃতানামিত্যর্থঃ"। শ্রীমদ্ভাগবতের "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়" (১০।৩৩।৩৭) এই শ্লোকের লঘুতোষণীতে উক্ত আছেন,—"•••যোগমায়য়া মোহিতাঃ সন্তস্তে তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ মন্যমানাঃ • • • অয়মভিপ্রায়ঃ—যোগমায়া কল্পিতানামন্যাসামেব তৈর্বিবহনং সংবৃত্তং নতু ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীনামিতি। •••ইত্যেব তাসাং তৈর্বিবাহসম্বন্ধো ন জাত ইতি"। তাৎপর্য্যার্থঃ—রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়াভাবে রসনির্য্যাস আস্বাদন সংকল্পে নিত্যপ্রেয়সীগণ সহ ভৌমব্রজে অবতীর্ণ হইলে, জন্মাদিলীলাক্রমে ব্রজাঙ্গনাগণ স্বীয় নিত্যপ্রেয়সী ভাব বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যখন ব্রজাঙ্গনাগণের বিবাহ সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে প্রকৃত ব্রজাঙ্গনাগণকে আবরণ পূর্ব্বক, তৎকালে কল্পিত ব্রজাঙ্গনামূর্ত্তির সঙ্গে অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের স্বাপ্নিক বিবাহ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এজন্য ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের দার-বুদ্ধি মননমাত্র—বাস্তব নহে এবং অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাগণের পতিবুদ্ধিও যোগমায়ামোহিত স্বজনগণ কর্ত্তৃক আরোপিত ভ্রমমাত্র। সুতরাং ব্রজাঙ্গনাগণ ভাবে মাত্র পরকীয়া, তত্ত্বতঃ পরকীয়া নহেন—নিত্য কান্তা। এজন্য ব্রজ পরকীয়াভাব রসদূষণ না হইয়া রসভূষণই হইয়াছেন।

ব্রজাঙ্গনাগণের যদিও শ্রীকৃষ্ণেই নিজ কান্তবুদ্ধি সংস্কার-

রূপে বদ্ধমূল ছিল, তথাপি যোগমায়া মোহিত স্বজনগণের উপদেশে তাঁহারা ঐ সকল গোপগণের প্রতি পতি বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারাই তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগের চরমোৎকর্ষ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। যেহেতু কুলকন্যকাগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জনকেও তত দুঃখ বলিয়া মনে করেন না, লোকবেদ-মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুতিটী তাঁহাদের যত দুঃখকর। ব্রজাঙ্গনাগণ কুলবধূ হইয়াও কৃষ্ণানুরাগ প্রভাবে দুস্ত্যজ লোকবেদ-মর্য্যাদা অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পরকীয়া লক্ষণেও তাহাই উক্ত আছে যে—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥"—উজ্জ্বলনীলমণি। ব্রজাঙ্গনাগণের ঈদৃশ অনুরাগ প্রাবল্য বিজৃম্ভিত রসোল্লাস আস্বাদনে বিমুগ্ধ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে তাঁহাদের তাদৃশ নিরবদ্যপ্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাম্" ইত্যাদি—শ্রীভাঃ। শ্রীমান্ উদ্ধবমহাশয়ও "আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাম্" (শ্রীভাঃ ১০।৪৭)। ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের তাদৃশ প্রেমোৎকর্ষের নিরবদ্যতা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের এই পরকীয়াভাব, সর্ব্বথা দোষবর্জ্জিত ও তাদৃশ অনুরাগোৎকর্ষসূচক বলিয়া পরম শ্লাঘ্যতম।

অপ্রকটব্রজে নিত্যপরকীয়াভাব।—ব্রজবধূগণের এই পরকীয়াভাবের উৎকর্ষবিশেষ যে, শ্রীমদ্ভাগবত সম্মত এবং শ্রীপাদ গোস্বামীগণেরও পরম অভিপ্রেত, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে জানা আবশ্যক "ব্রজাঙ্গনাগণের তাদৃশ পরকীয়াভাব কেবল অবতার লীলাতেই আছেন? কিংবা অপ্রকট লীলাতেও আছেন?" এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীচরণ বলেন—***তদেতদ্বিচার্য্য গ্রন্থকৃদ্ভিরপি লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তমিত্যাদৌ, নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া ইত্যাদৌ চ অবতারসময়ে এব উপপতিত্ব ব্যবহার স্তদিতরসময়ে তু নেতি স্বীকৃতং"—লোচনরোচনী। শ্রীজীব গোস্বামীচরণের এই বাক্যানুসারে প্রতীতি হইতেছে যে, পরকীয়া ভাব অবতার লীলায়ই আছেন মাত্র, অপ্রকট লীলায় নাই।

কিন্তু আমরা অপরদিকে দেখিতে পাই, রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্য আস্বাদন লালসায় শ্রীরাধিকার পরকীয়াভাবময় প্রেমবিশেষে বিভাবিতচিত্তেই শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যথা—"পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি। প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি। সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥"—শ্রীচৈঃচঃ এবং শ্রীগৌরসুন্দর এই পরকীয়াভাবেই স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, যথা রাগঃ—"আমরা ধর্ম্মে ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি, তবে আমায় করায় বিড়ম্বনা। নীবি খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে" ইত্যাদি—শ্রীচৈঃ চঃ।

পরম করুণ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীবৃন্দাবনীয় রসকেলিবার্ত্তা বা রাগমার্গীয় ভজন পরিপাটী প্রচারের নিমিত্ত যাঁহাকে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপগোস্বামীচরণও শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট পরকীয়াভাবময়ী লীলায়ই প্রেমসেবা প্রার্থনারীতি প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছেন; যথা—"গুপ্তাগতয়া কাপি দুর্লভভাগ্যোদয়-বীক্ষণৌ। মিথঃ সন্দেশ সীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা" স্তবমালান্তর্গত কার্পণ্যপঞ্জিকা। শ্রীরূপানুগত শ্রীমদ্রঘুনাথদাস গোস্বামীচরণও অপ্রকট কালে ঐ পরকীয়াভাবেরই সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন; যথা—"প্রাতঃ পীতপটে কুচোপরি রুষা ঘূর্ণাভরে লোচনে বিম্বোষ্ঠে পৃথুবিক্ষতে জটিলয়া সন্দৃশ্যমানে মুহুঃ। বাচা যুক্তিযুবা ময়া ললিতয়া তাং সংপ্রতার্য্য ক্রুধা দৃষ্টেনাং হৃদি ভীষিতা রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ।"—স্তবাবলী।

শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীরূপগোস্বামীচরণ, শ্রীকৃষ্ণ লীলার অপ্রকট সময়েই ঐ সকল ভাব আস্বাদন করিয়াছেন; তৎকালে প্রকাশান্তরে যদি ঐ পরকীয়াভাবের লীলা না থাকিতেন, তবে তাঁহাদের ঐ সকল আস্বাদন কেবল স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহাদের প্রচারিত ঐ পরকীয়াভাবময় উপাসনা প্রণালী অবলম্বনে যাঁহারা ভজন করিবেন, তাঁহাদের ভজনানুরূপ পরকীয়াভাবের লীলাপ্রাপ্তি অতীব দুর্ঘট হইতেন। অতএব "অস্মিংল্লোকে পুরুষো যথাক্রতুর্ভবতি স ইতঃপ্রেত্য তথা ভবতি" এই শ্রুতিবাক্য এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের—"সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্বাপক্ব মাত্র সে বিচার" এই বাক্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এসকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই সাধক সাধনাবস্থায় যে ভাব প্রার্থনা করিবেন, সিদ্ধাবস্থায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবেন *। অতএব সাধনাবস্থায় যাঁহারা পরকীয়াভাবে উপাসনা করিবেন, সিদ্ধাবস্থায়ও তাঁহারা পরকীয়াভাবেই লীলা প্রাপ্ত হইবেন এবং যাঁহারা স্বকীয়াভাবে উপাসনা করিবেন তাঁহারা স্বকীয়াভাবেই লীলা প্রাপ্ত হইবেন। এজন্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণ ব্রহ্মসংহিতামতে অপ্রকটে গোলোকস্থ স্বকীয়াভাব লিপ্সু সাধকের জন্য, স্বরচিত "সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম" নামক গ্রন্থে স্বকীয়াভাবের উপাসনা-প্রণালী প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরূপগোস্বামীচরণ, শ্রীদাসগোস্বামীচরণ ও শ্রীকবিরাজগোস্বামীচরণের প্রবর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট পরকীয়াভাবময় উপাসনামার্গের সাধক যে, অপ্রকটে প্রকাশভেদে পরকীয়াভাবে নিত্যলীলা প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অপ্রকটে যে প্রকাশভেদে পরকীয়াভাবে নিত্যলীলা আছেন, তাহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীচরণও ইঙ্গিত করিয়াছেন; যথা—"অতএব মধুর রস কহি তার নাম। স্বকীয়া পরকীয়াভাবে দ্বিবিধ সংস্থান"—শ্রীচৈঃ চঃ। 'সংস্থান' শব্দের অর্থ—সম্যক্

---

* "ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

স্থিতি, নিত্যস্থিতি। ষড়্গোস্বামীচরণানুগত শ্রীকবিরাজ গোস্বামীচরণ, শ্রীজীবগোস্বামীপাদ-সমীপে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাস-কৃতিনা শ্রীজীব সঙ্গোদ্গতে। কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরজে গোবিন্দ-লীলামৃতে"—গোবিন্দলীলামৃত। সুতরাং শ্রীজীবগোস্বামীচরণের সঙ্গপ্রভাবে যে গোবিন্দলীলামৃত কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে পরকীয়াভাবময়ী নিত্যলীলা বর্ণিত হওয়ায় জানা যাইতেছে যে, প্রকাশভেদে অপ্রকটেও পরকীয়াভাব আছেন এবং উহা শ্রীজীব-গোস্বামীচরণের অনুমোদিত, নচেৎ তদনুগত শ্রীকবিরাজ গোস্বামীচরণ উহা বর্ণন করিতেন না এবং শ্রীজীবগোস্বামীচরণের ছাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, স্বীয় প্রার্থনাতে,—"কবে বৃষ-ভানুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব। যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়।" এই পরকীয়াভাবময়-সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি লালসা করাতেও জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই প্রকাশভেদে অপ্রকটেও পরকীয়াভাব আছেন, নচেৎ তিনি পরকীয়াভাবে প্রাপ্তি লালসা করিতেন না। আর এই পরকীয়াভাবে নিত্যলীলা না থাকিলে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই" এই বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ অপ্রকটে যে পরকীয়াভাব আছেন, তাহা সনৎকুমার সংহিতা ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে সদাশিব-নারদ সংবাদে স্পষ্টভাবে উক্ত আছেন ; যথা—

"যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং॥
পরকীয়াভিমানিন্য স্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥"

এই সকল শ্রুতার্থের অন্যথানুপপত্তিহেতু, অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা শ্রীজীবগোস্বামীচরণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়াই অপ্রকটে পরকীয়াভাবের সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি কর্ত্তব্য। স্ফুটবাক্যে অস্বীকৃত অর্থের যেখানে প্রকারান্তরে লব্ধ অর্থদ্বারা সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ সেইখানে অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বীকার করেন (—"অসিধ্যদর্থদৃষ্ট্যা সাধকান্যার্থ কল্পনমর্থাপত্তিঃ" যেমন—পীনোঽয়ং দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে—দেবদত্ত নামক ব্রাহ্মণ-বটুকে স্থূল দেখায়, অথচ সে দিবাভাগে ভোজন করে না। এস্থলে যেমন দেবদত্তের, প্রকারান্তরে রাত্রিভোজনরূপ অর্থ কল্পনা দ্বারা স্থূলত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ অপ্রকটে পরকীয়াভাব শ্রীজীব-গোস্বামীচরণ যদিও প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি পূর্ব্বোক্ত স্থলসমূহে—বিশেষতঃ পাদ্ম পাতালখণ্ডে স্ফুটবাক্যে অপ্রকটে পরকীয়াভাব স্বীকৃত হওয়ায় অপ্রকটের প্রকাশভেদরূপ গূঢ়ার্থের অবতারণা দ্বারা এই দ্বিবিধ বাক্যের সিদ্ধান্ত সঙ্গতি করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীজীবগোস্বামীচরণ, যে অপ্রকট প্রকাশ

হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতার বর্ণন করিয়াছেন, সেই অপ্রকট প্রকাশ সম্বন্ধেই পরকীয়াভাব অস্বীকার করিয়াছেন, অন্য অপ্রকট প্রকাশ সম্বন্ধে অস্বীকার করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ" ১০।১।২ এই শ্লোকের লঘুতোষণীতে শ্রীজীবগোস্বামীচরণ—"অবতীর্ণস্য গোলোকাখ্য নিজপরমলোকাৎ প্রপঞ্চে অভিব্যক্তিমাগতস্য" এরূপ অর্থ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরব্যোমোর্দ্ধবর্ত্তী গোলোকাখ্য অপ্রকট প্রকাশবিশেষ হইতে শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগোপালচম্পূর প্রারম্ভেও শ্রীজীবগোস্বামীচরণ বলিয়াছেন—"প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশময় শ্রীবৃন্দাবনের বহুবিধ প্রকাশ • আছেন, তন্মধ্য ব্রহ্মসংহিতায় "গোলোক নামে যে প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছেন, আমি সেই বৃন্দাবনীয় অপ্রকট প্রকাশময় বৈভব বিশেষই • সম্প্রতি বর্ণন করিব" *। বৃন্দাবন

• "সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি"।—
লঘুভাগবতামৃত।

• "যত্তু গোলোক নাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্।
স গোলোলোকো যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিহ শ্রুতঃ॥"
লঘুভাগবতামৃত।

* "তত্র চ প্রকটাপ্রকটপ্রকাশময়স্য বৃন্দাবনস্য বহুবিধ সংস্থানতয়া শাস্ত্রশ্রুতস্যাপ্রকটপ্রকাশময়বৈভবিশেষএব সম্প্রতি বর্ণনীয়ঃ"—
শ্রীগোপালচম্পূঃ পূর্ব্ব ১।২২।

বা গোকুলের বৈভবরূপ এই গোলোকাখ্য অপ্রকট প্রকাশ বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণসহ স্বকীয়াভাবে নিত্য বিহার করেন ("নিজরূপতয়া"—স্বদারত্বেন নতু প্রকটলীলাবৎ ঔপপত্য-পরদারত্ব-ব্যবহারেণ—ব্রহ্মসংহিতা)। সুতরাং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যখন গোলোক হইতে ভৌমব্রজে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট বিহার করেন, তখনই তিনি (গোলোকবিহারী), ভৌমব্রজের সম্পত্তি পরকীয়া ভাবোল্লসিত রসনির্য্যাস আস্বাদন করেন, অন্য সময়ে (অপ্রকটে গোলোকে) স্বকীয়াভাবে লীলারস আস্বাদন করেন। এই অভিপ্রায়েই শ্রীজীবগোস্বামীচরণ, পরব্যোমোর্দ্ধবর্ত্তী বৈভবময় অপ্রকট-প্রকাশবিশেষ গোলোককে লক্ষ্য করিয়াই অপ্রকটে পরকীয়াভাব অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরকীয়াভাবের বিহারভূমি ভৌম ব্রজস্থিত অপ্রকট প্রকাশবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নহে।

গোলোক ও ব্রজে যে প্রকাশভেদে যুগপৎ নিত্য বিহার চলিতেছেন, তাহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীচরণও পরিস্ফুটভাবে বলিয়াছেন ; যথা—"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোক ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥"—শ্রীচৈঃ চঃ। গোলোক ও ব্রজের নিত্যবিহার, সহ—যুগপৎ—একই সময়ে চলিতেছেন ; গোলোকের নিত্যবিহারেরও কখন বিরাম নাই, ব্রজের নিত্যবিহারেও কখন বিরাম নাই। একই শ্রীকৃষ্ণলোক তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইয়া যে যুগপৎ পরব্যোমোর্দ্ধে "গোলোক" ও পৃথিবীতে "ব্রজ বা গোকুলরূপে" প্রকাশভেদে নিত্যবিরাজমান আছেন, তাহা শ্রীপাদ জীবগোস্বামী

চরণই বলিয়াছেন ; যথা—"অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্ব্বোপরি-বিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্"—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। —পৃথিবীতে বিরাজমান শ্রীবৃন্দাবনের যে প্রকাশ নিখিল বৈকুণ্ঠোপরি বিরাজিত আছেন, তাহারই নাম শ্রীগোলোক। "তদেবং ধাম্নামুপর্য্যধঃ প্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্। বস্তুতস্তু শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন শ্রীভগবদ্বিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেন আম্নাতত্বাল্লাঘাচ্চৈকবিধমেব মন্তব্যম্। একস্যৈব শ্রীবিগ্রহস্য বহুত্র প্রকাশশ্চ দ্বিতীয়সন্দর্ভে দর্শিতঃ—চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা * * * স্ত্রিয় এক উদাবহদিত্যাদিনা"।—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ইহা দ্বারা দেখাইলেন যে একই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যেমন ষোড়শ সহস্র মহিষীর পাণিগ্রহণকালে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তদীয় ধামও তেমন একই সময়ে অনন্ত বৈকুণ্ঠোপরি শ্রীগোলোকরূপে এবং পৃথিবীতে গোকুলবৃন্দাবনরূপে বিরাজমান আছেন।

"ততোঽস্যৈবাপরিচ্ছিন্নস্য গোলোকাখ্য-বৃন্দাবনীয়-প্রকাশবিশেষস্য বৈকুণ্ঠোপর্য্যপি স্থিতি র্মাহাত্ম্যাবলম্বনেন ভজতাং স্ফুরতীতি জ্ঞেয়ম্"।—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ১০৬। যাঁহারা মহিমাংশ অবলম্বনে ভজন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বৃন্দাবনের প্রকাশ বিশেষ—যাহার নাম গোলোক—যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা উর্দ্ধাবস্থিতরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে

যে, শ্রীকৃষ্ণলোকের মাধুর্য্যময় প্রকাশ ভৌম বৃন্দাবন বা গোকুল, আর বৈভবময় প্রকাশ গোলোক।

পরব্যোমোর্দ্ধবর্ত্তি গোলোকে ও ভৌমব্রজে, একই শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকাশভেদে অপ্রকটভাবে নিত্যবিহার করিতেছেন, সে সম্বন্ধে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে গোপকুমারের প্রতি দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

"যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ।
অধ উর্দ্ধতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্।"

বৃঃ ভাঃ—২।৫ ১৬৮।

*** অতএব অনয়োর্ভৌম-মাথুর-গোকুলস্য গোলোকস্য চ ইত্যেতয়োর্দ্বয়োঃ কেবলমধ উর্দ্ধতয়া ভূর্লোকবর্ত্তিত্বেন তস্যাধস্তয়া বৈকুণ্ঠোপরি বর্ত্তমানত্বেন চাস্যোর্দ্ধতয়া ভেদঃ কল্প্যেত ন চ বস্তুতো বিচারেণ বিশেষোঽস্তীত্যর্থঃ।—ঐ টীকা।

কিন্তু তদ্ ব্রজভূমৌ স ন সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে সদা।
তৈঃ শ্রীনন্দাদিভিঃ সার্দ্ধমশ্রান্তং বিলসন্নপি॥

বৃঃ ভাঃ—২।৫।১৬৯।

***তস্যাং ব্রজভূমৌ স শ্রীনন্দনন্দনস্তৈরেব সুপ্রসিদ্ধৈঃ শ্রীনন্দাদিভিঃ সহ ক্রীড়ন্নপি সর্ব্বৈর্জনৈঃ সদা তত্র ন দৃশ্যতে। কিন্তু কস্মিংশ্চিৎ দ্বাপরান্তে সর্ব্বৈরেব দৃশ্যতে •। অন্যদা চ

• বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাংবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরযুগের শেষভাগে যখন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট করেন, তখন গোলোক-

কদাচিৎ কেনচিদেব পরমৈকান্তিবরেণেত্যর্থঃ। গোলোকে চ সর্ব্বদা সর্ব্বৈরেব তত্রগতৈর্দৃশ্যতে ইতি।—ঐ টীকা।

অপ্রকট সময়ে ভৌমব্রজে সাধারণ জনসকলের অদৃশ্যভাবে লীলা হইতেছেন।—"তত্রাংশুন্যমিবারণ্যসরিদ্গিধ্যাদি পশ্যতাং॥" বৃঃ ভাঃ ২।৫।২৪২। *** শূন্যমিব পশ্যতাং। ইবেতি বস্তুতঃ সর্ব্বদা তত্রেতরজনালক্ষ্যমাণ ভগবৎক্রীড়ানুবৃত্তেঃ।— ঐ টীকা।

গোপকুমার ভৌমব্রজে আগমনপূর্ব্বক লীলাস্থল সকল দর্শন করিতে করিতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মোহদশা প্রাপ্ত হইলে দয়ালু চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, গোপকুমার সমীপে উপস্থিত হইয়া বংশীযুক্ত অমৃত সুশীতল করকমল দ্বারা তদীয় গাত্র হইতে ধূলি মার্জ্জন ও নাসারন্ধ্রে অপূর্ব্ব সৌরভ্যভর যত্ন পূর্ব্বক প্রবেশিত করিয়া লঘু লঘু সলিল সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহাকে সচেতন করিয়াছিলেন,—

"ইত্থং বসন্নিকুঞ্জেঽস্মিন্ বৃন্দাবনবিভূষণে।
একদা রোদনাম্ভোধৌ নিমগ্নো মোহমব্রজম্॥
দয়ালুচূড়ামণিনাঽমুনৈব স্বয়ং সমাগত্য করাম্বুজেন।
বংশীরতেনামৃতশীতলেন মদগাত্রতো মার্জ্জয়তা রজাংসি॥" ঐ

বিহারী শ্রীকৃষ্ণও ভৌমব্রজে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজবিহারীর সঙ্গে একীভূতভাবে প্রকটবিহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, গোলোকে ও ভৌমব্রজে একই সময়ে অপ্রকটভাবে নিত্যবিহার হইতেছেন। তন্মধ্যে গোলোকে যে স্বকীয়াভাবে নিত্যবিহার হইতেছেন, তাহার নিদর্শন "ব্রহ্মসংহিতা"। এই ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রস" শ্লোকে উক্ত আছে—"নিজরূপতয়া গোলোকে এব নিবসতি" ব্রজসুন্দরীগণ সহ গোলোকাখ্য অপ্রকটেই স্বকীয়াভাবে নিত্য-বিহার করিতেছেন। কিন্তু ভৌমব্রজস্থ অপ্রকটে স্বকীয়াভাবে নহে, পরকীয়াভাবে"—শ্লোকোক্ত 'এব' শব্দের তাৎপর্য্য কি ইহাও নহে? ভৌমব্রজস্থ অপ্রকট প্রকাশে যে পরকীয়াভাবে নিত্যবিহার করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থলসমূহে—বিশেষতঃ পাদ্ম পাতালখণ্ড বাক্যে সুস্পষ্ট প্রমাণিত আছেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর যথাবস্থিতদেহে মহাভাবের পূর্ব্বভূমিকা অনুরাগ দশা প্রাপ্ত হইয়া যখন পদব্রজে ভৌমব্রজে গমন করেন, তখন স্ফূর্ত্তিতে নিকুঞ্জমধ্যে যে লীলা দর্শন করেন এবং পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতেও ভৌম-ব্রজস্থ অপ্রকটে পরকীয়াভাবে নিত্যবিহারই সূচিত হইয়াছেন। যথা—"ভুবনং ভবনং বিলাসিনীশ্রী"—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০২। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীচরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

• • • ইদং পরকীয়াসংখ্যানৃত্যৎকিশোরীকুলৈঃ সহ রাসাদিকেলিময়-স্বচ্ছরিতং বিচিত্রমতিসর্ব্বোত্তমমেব ময়া সেব্য-

মিতি ভাবঃ"। এই যে পরিদৃশ্যমান নৃত্যপরায়ণা পরকীয়া অসংখ্য-রমণীগণ সহ আপনার রাসবিলাসময় অতি বিচিত্র চরিত্র, ইহাই আমার সেব্য। ইহাদ্বারা সূচিত হইল যে, শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর সেই অপ্রকটসময়েও ভৌমব্রজে পরকীয়াভাবে নিত্যলীলা সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রকট ব্রজে পরকীয়াভাবে নিত্যলীলার নিদর্শনস্বরূপ এই "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" প্রাপ্ত হইয়া যত্নসহকারে লিখাইয়া আনিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য গোলোকস্থ স্বকীয়াভাবের নিত্যলীলার নিদর্শন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া "ব্রহ্মসংহিতা" আনয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের আস্বাদিত, শ্রীরূপ রঘুনাথের সাক্ষাদনুভূত, পূর্ব্বমহাজন শ্রীলীলাশুকের প্রত্যক্ষীকৃত—এই ভৌমব্রজস্থ অপ্রকটপ্রকাশগত পরকীয়াভাবের নিত্যলীলা, শ্রীপাদগণের অতীব রহস্যসম্পত্তি। এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ ব্রজ-পরকীয়ার নির্দ্দোষত্ব খ্যাপন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"ব্রজেন্দ্রনন্দনত্বেন সুষ্ঠু নিষ্ঠামুপেয়ুষঃ। যাসাং ভাবস্য সা মুদ্রা তদ্ভক্তৈরপি দুর্গমা"। উজ্জ্বলনীলমণি—কৃষ্ণবল্লভা। শ্রীজীবগোস্বামীপাদও বলিয়াছেন, —"তস্মিন্নৌপপত্যসাধারণদৃষ্টির্বহির্ম্মুখানামেব জায়তে, তান্ প্রতি তু নেদং শাস্ত্রং প্রকাশ্যতে ইতি ভাবঃ"।—ঐ টীকা। সুতরাং বহির্ম্মুখ-জনসকল ব্রজ পরকীয়াভাবকে জাগতিক কামময় কুৎসিৎ ভাব মনে করিয়া অশেষ অপরাধে নিপতিত হইবে ভাবিয়া

6

গোবিন্দ-শরীর নিত্য, তাহার সেবক সত্য,
বৃন্দাবন-ভূমি তেজোময়।

শ্রীজীব গোস্বামীচরণ ভৌমব্রজস্থ অপ্রকট প্রকাশগত পরকীয়াভাবময় নিত্যলীলা সুদৃঢ় আবরণের ভিতর রক্ষা করিয়াছেন; প্রকাশ্যভাবে কোন কথাই না বলিয়া স্বকীয়াস্থান উর্দ্ধতন গোলক হইতেই ভৌমব্রজে অবতার বর্ণন করিয়াছেন এবং অপ্রকটকালে গোলোকবিহারীর গোলোকেই প্রবেশ বর্ণন করিয়াছেন, ব্রজনাথের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এজন্য তিনি গোলোকনাথকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকটে মাত্র পরকীয়াভাব এবং অপ্রকটে স্বকীয়া ভাব দেখাইয়াছেন, ব্রজনাথকে লক্ষ্য করিয়া নহে। অতএব প্রকাশভেদে ভৌমব্রজের অপ্রকটে যে "পরকীয়াভাবে নিত্য বিহার" হইতেছেন তাহা নিষেধ করা শ্রীজীবগোস্বামীচরণের অভিপ্রায় নহে, বস্তুতঃ ব্রজের পরম রহস্য সম্পত্তি বলিয়া উহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্ভ্রান্ত ভক্তগণ ও বহির্ম্মুখ জনসকলের নিকট গোপন করিয়া রাখাই তদীয় হার্দ্দ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের নিত্যত্ব—

গোবিন্দ শরীর নিত্য—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ নিত্য। জীবের যেমন দেহ ও দেহী ভিন্ন বস্তু, শ্রীগোবিন্দের তেমন নহে। জীবের দেহী—আত্মা চৈতন্যস্বরূপ অতএব নিত্য; কিন্তু জীবের দেহ প্রাকৃত উপাদানে গঠিত জড় অতএব অনিত্য। শ্রীগোবিন্দের

তাহাতে যমুনা জল, করে নিত্য ঝলমল,
তার তীরে অষ্ট কুঞ্জ হয় ।৬৬।

দেহ-দেহী ভেদ নাই (দেহ-দেহি-ভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ)। শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়, তদীয় শ্রীবিগ্রহ এই স্বরূপ হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন (—"যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ"— পীঠকভাষ্য)। বস্তুতঃ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় স্বরূপই ঘনীভূত অবস্থায় শ্রীবিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান আছেন। ক্ষীরের পুতুলের সর্ব্বাবয়ব যেমন ক্ষীরেই পরিপূর্ণ, তেমন সচ্চিদানন্দঘন শ্রীগোবিন্দের করচরণাদি সর্ব্বাবয়ব সচ্চিদানন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে ("আনন্দমাত্রঃ করপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা"— শ্রুতি)। অতএব শ্রীগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ নিত্য সত্য। তাহার সেবক সত্য—শ্রীগোবিন্দের দাস সখাদি পরিকরগণ সকলই সচ্চিদানন্দস্বরূপ—নিত্যসিদ্ধ। এমন কি শ্রীগোবিন্দের ঐ সকল পরিকরানুগত—জাগতিক ভক্তগণও তৎকৃপায় নিত্য সত্য সচ্চিদানন্দ কলেবর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীবৃন্দাবন-তত্ত্ব—

শ্রীবৃন্দাবনভূমি তেজোময়—শ্রীগোবিন্দের নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনও তদীয় শ্রীবিগ্রহবৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অতএব জ্যোতির্ম্ময়

শীতলকিরণ কর, কল্পতরু-গুণধর,
তরুলতা ষড়ঋতু-শোভা।

(চিদানন্দময়) স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বস্তু (—"তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী হি"—গোপালতাপনী শ্রুতি)।

তাহাতে যমুনা জল, করে নিত্য ঝলমল—"নিত্য ঝলমল" এই দুইটি পদ প্রয়োগ দ্বারা যমুনারও ঐ প্রকার নিত্যতা ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপতা কথিত হইল ("কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী" — শ্রীকৃষ্ণ সঃ—বৃঃ গোঃ)।

"তাহাতে যমুনাজল" ইত্যাদি শেষার্দ্ধ-স্থলে এরূপ পাঠান্তর আছে যথা—"ত্রিভুবনে শোভাসার, হেন স্থান নাহি আর, যাহার স্মরণে প্রেম হয়"। এরূপ পাঠে সূচিত হয় এই পূর্ব্বোক্তরূপ সচ্চিদানন্দময় বিভুবস্তু শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতেই বিরাজমান আছেন; স্বরূপে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় বিভুবস্তু হইয়াও প্রাকৃতনেত্রে উহা প্রাকৃত জগতের মতই প্রতীয়মান হইতেছেন, আবার কোন কোন ভাগ্যবান্ উহার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারও প্রাপ্ত হন (বিশেষতস্তাদৃগলৌকিকরূপস্য ভগবন্নিত্যধামত্বে তু দিব্যকদম্বাশোকাদি-বৃক্ষাদয়োঽপ্যত্রাপি মহাভাগবতৈঃ সাক্ষাৎক্রিয়ন্তে ইতি প্রসিদ্ধেঃ—শ্রীকৃষ্ণ সঃ)। এই শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয় ॥ ৬৬ ॥

পূর্ণচন্দ্র-সমজ্যোতি, চিদানন্দময় মূর্ত্তি,
মহালীলা দরশন লোভা ॥৬৭॥
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
বিহরে মধুর অতি শোভা।
দুঁহু প্রেমে ডগমগি, দোঁহে দোঁহা অনুরাগী,
দুঁহু রূপে দুঁহু মন লোভা ॥৬৮॥
ব্রজপুর বনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনিহ উত্তরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া ॥৬৯॥

উত্তরোল উত্তরল: ॥ ৬৯ ॥

শীতল কিরণকর—শীতলকিরণ—চন্দ্র। সেই চন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত, স্বর্গীয় কল্পতরু হইতেও সমধিক গুণশালী নিত্য-সিদ্ধ বৃক্ষলতা ও ষড় ঋতু দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন সতত শোভমান।

তাদৃশ শোভাশালী শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল অঙ্গজ্যোতিপূর্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ মহামোহন লীলাবিলাস-যুক্ত লোভনীয় দর্শন শ্রীগোবিন্দ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তিনী অনুরাগবতী ব্রজ-সুন্দরীগণসহ নিত্য বিহার করিতেছেন। দুহুঁ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা।

মনঃশিক্ষা—

রে মন! অনুরাগিনী ব্রজাঙ্গনাগণের চরণাশ্রয় একান্ত

পাপ-পুণ্যময় দেহী, সকলি অনিত্য এহি,
ধন জন সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা, না পাও তাহাতে ব্যথা,
তবু নিতি কর কার্য্য মন্দ ॥৭০॥
রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তারে মন সদা কর ভয় ॥ ৭১ ॥

ভাবে সার কর; যেহেতু ব্রজাঙ্গনাগণের চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে যুগল-উজ্জ্বলরস-মাধুর্য্য আস্বাদনের অন্য উপায় নাই। অতএব ব্রজাঙ্গনাগণের চরণানুগতি বার্ত্তা ভিন্ন অন্য যত কিছু বোল—কথা, সব গণ্ডগোল—কোলাহল মাত্র, তাহা কদাচ শ্রবণ করিবে না। উত্তরোল—উচ্ছলিত প্রেমবেগ হৃদয়ে ধারণ করিবে, বাহিরে প্রকাশ করিবে না ॥ ৬৯ ॥

যুগলচরণে অনুরাগ লাভেচ্ছু রাগানুগীয় সাধককে সতত দেহদৈহিক বিষয়ে বিরক্ত থাকিতে হইবে। যেহেতু বিষয়ে আবেশ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণানুরাগ লাভ সুদূরপরাহত। এজন্য দেহদৈহিক অনিত্যতা পর্য্যালোচনা, রাগানুগীয় সাধকের একান্ত হিতকর। এই অভিপ্রায়ে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সাধ্যসাধন তত্ত্ব বর্ণনের আনুষঙ্গিকভাবে স্বীয় মনকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈরাগ্য উপদেশ করিতেছেন, "পাপপুণ্যময় দেহী" ইত্যাদি ত্রিপদী দ্বারা ॥৭০-৭১॥

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপী জন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইহ নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥৭২॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায় ॥ ৭৩ ॥

পাপে না করিহ মন ইত্যাদি।— পাপকর্ম্মে অভিনিবেশ থাকিলে চিত্ত মলিন হয়, শ্রীভগবল্লীলাদি স্ফূর্ত্তি পায় না। পুণ্য যে সুখের ধাম—যদ্দ্বারা স্বর্গাদি সুখলাভ হয়, সেই পুণ্য কর্ম্মও ভক্তিবাসনার আবরক। পুণ্য মুক্তি ইত্যাদি— যদ্দ্বারা জন্মমৃত্যু-রূপ সংসার দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেই মুক্তিবাসনাও হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে ভক্তিদেবী দূরে সরিয়া যান — কদাচ ভক্তিলাভ হয় না। অতএব পাপ পুণ্য ও মুক্তি—এই তিনকেই ভয় করিবে, ইহার কোন একটীরও প্রবৃত্তি যেন হৃদয়ে স্থান না পায়। ৭২ ॥

প্রেমভক্তি অমৃত সারবৎ সুখময়। এতদ্ভিন্ন ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি সমস্তই ক্ষারনিধি—লবণ সমুদ্রের ন্যায় তীব্র দুঃখপ্রদ। অতএব ভুক্তিমুক্তি বাসনা পরিত্যাগ করতঃ সতত প্রেমভক্তিরূপ অমৃতসাগরে ডুবিয়া থাকিলে অখণ্ড আনন্দ লাভ হইবে এবং

অন্যের পরশ যেন, নহে কদাচিৎ হেন,
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ-নাম গান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ ॥ ৭৪ ॥
কর্ম্মী জ্ঞানী মিশ্রভক্ত, না হবে তার অনুরক্ত,
শুদ্ধ ভজনেতে, কর মন।
ব্রজ-জনের যেই মত, তাহে হবে অনুরত,
এই সে পরম-তত্ত্ব ধন ॥ ৭৫ ॥

অন্যের — যোগি-ন্যাসি- কর্ম্মি জ্ঞানি-প্রভৃতীনাং। কদাচিৎ আপদ্যপি যথা স্পর্শনং ন ভবেৎ তথা সাবধানো ভবামি ॥৭৪॥

আনুষঙ্গিকভাবে নিখিল দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিবে; রে মন! পরমানন্দ লাভের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় তোমাকে বলিলাম ॥ ৭৩ ॥

অন্যের পরশ ইত্যাদি – বিপদ্ সময়েও যেন যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তজনের সঙ্গ স্পর্শ না ঘটে। সতত শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ও রূপ ধ্যান করিবে। এতদ্ভিন্ন জ্ঞান-কর্ম্মাদি কোনও সাধনকে প্রমাণ—কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে না ॥ ৭৪ ॥

কর্ম্মী জ্ঞানী ইত্যাদি—কর্ম্মী জ্ঞানীর সঙ্গ তো ত্যাগ করিবেই এমন কি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান

প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেম কথা,
নামমন্ত্রে করিয়া অভেদ ।
আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
গ্রন্থি পাপ হবে পরিচ্ছেদ ॥৭৬॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, তাতে সব সমর্পণ,
শ্রীচরণে বলিহাররি যাঙ ।

কারীদের সঙ্গও বর্জ্জন করিবে । শুদ্ধ ভজনেতে—অন্যাভিলাষিতা শূন্য হইয়া ভক্তি-আবরক কর্ম্ম-জ্ঞানাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয় এমত ভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন (কৃষ্ণার্থে নিখিল চেষ্টা) রূপ বিশুদ্ধা ভক্তি অনুষ্ঠানে মন দাও । ব্রজজনের ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সুখকর কার্য্যের রীতিনীতি, একমাত্র ব্রজবাসীজন সকলই জানেন, এজন্য নিজাভিলষিত ব্রজজনবিশেষের ও তদীয় রাগভক্তি রীতি সকলের অনুসরণ কর অর্থাৎ ব্রজজনানুগতভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে রত থাক । এই সে ইত্যাদি—ঈদৃশ রাগানুগাভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্ব রূপ সম্পত্তি ॥ ৭৫ ॥

রাগানুগীয় সাধকের প্রার্থনীয়—

শুদ্ধভাবে—সর্ব্বতোভাবে স্বসুখানুসন্ধান বর্জ্জন পূর্ব্বক, একমাত্র শ্রীযুগলের সুখানুসন্ধান তৎপর হইয়া । নামমন্ত্রে করিয়া অভেদ—শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও অষ্টদশাক্ষরাদি গোপালমন্ত্রে অভেদ ভাবনা করিয়া । অথবা "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-

হুঁহু নাম শুনি শুনি, ভক্তমুখে পুনি পুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাও ॥৭৭॥
হেম-গৌরি তনু রাই, আঁখি দরশনে চাই,
রোদন করিব অভিলাষে ।
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর
রূপে গুণে ভুবন প্রকাশে ॥৭৮॥
সখীগণ চারি পাশে, সেবা করে অভিলাষে,
পরম সে সেবা সুখ ধরে ।

হুঁহু নাম—শ্রীরাধা-কৃষ্ণনাম ॥ ৭৭ ॥

বিগ্রহঃ" ইত্যাদি বাক্যানুসারে নামাত্মক মন্ত্রে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ অভেদ জ্ঞান করিয়া । আস্তিক করিয়া মন—অন্তশ্চিন্তিত তৎসেবোপযোগি-সিদ্ধস্বরূপগত অভিমান ও নিজাভীষ্ট প্রতি স্বীয় সম্বন্ধ জাগাইয়া ॥ ৭৬-৭৭ ॥

হেম গৌরি তনু রাই ইত্যাদি—স্বর্ণবৎ গৌরকান্তিধারিণী শ্রীরাধাকে নয়নে দর্শন করিবার অভিলাষে রোদন করিব । জলধর ঢর ঢর ইত্যাদি—জলপূর্ণ নবমেঘবৎকান্তি শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৭৮ ॥

সখীগণ চারিপাশে ইত্যাদি—শ্রীললিতাদি সখীগণ ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি, শ্রীরাধামাধবের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া সতত নব নবায়মান অভিলাষের সহিত সেবা করিতেছেন এবং সেই

এই ভণে মনে মোর,* এই রসে হৈঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে ॥ ৭৯ ॥
রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান, স্বপনে না বল আন,
প্রেম বিনে আন নাহি চাঁউ।
যুগলকিশোর প্রেম, লাখবাণ যেন হেম,
আরতি পিরীতি রসে ধ্যাঁউ ॥৮০॥

আরতি পিরীতি রসে ধ্যাঁউ—আর্ত্ত্যা প্রীতিসুখস্বরূপত্বেন ধ্যানং কুরু। হে মনঃ! ইতি শেষঃ ॥ ৮০ ॥

সেবায় শ্রীরাধামাধবকে সুখী দেখিয়া তাঁহারা পরম সুখানুভব করিতেছেন। শ্রীললিতাদি ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির অনুগত-ভাবে এই যুগল-সেবাসুখ আস্বাদনই রাগানুগীয় সাধকের একমাত্র অভিলষণীয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—এই ভণে ইত্যাদি ॥৭৯॥

যুগল-কিশোর প্রেম, লাখবাণ যেন হেম—বাণ—পুট, স্বর্ণাদির ময়লা দূর করিয়া উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত, অগ্নিতে দগ্ধ করার নাম বাণ বা পুট। পাঁচ বার পুট দিলেই স্বর্ণ বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে, স্বর্ণকে পাঁচ বারের অধিক পুট দেওয়া যায় না। কিন্তু কোথাও যদি লক্ষপুটের স্বর্ণ থাকে, বিশুদ্ধতা ও

---

* পাঠান্তর—এই মনতনু মোর। অর্থ—মনতনু—মনঃকল্পিত সিদ্ধদেহ।

জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনা সেই মত ভক্ত।
চাতক জলদ গতি, এমতি একান্তরীতি,
জানে যেই সেই অনুরক্ত ॥৮১॥

উজ্জ্বলতায় তাহা যেমন জগতে অতুলনীয়, তেমন যুগলকিশোরের প্রেম বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতায় অতুলনীয়। আরতি পিরীতিরসে ধ্যাঁউ—অতএব রে মন! আর্ত্তিসহকারে শ্রীযুগলকিশোরকে প্রীতিসুখস্বরূপ (ভালবাসার মূর্ত্তি) জ্ঞানে ধ্যান কর ॥ ৮০ ॥

ঐকান্তিকভক্ত-রীতি—

"যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অন্যাপেক্ষা (অর্থাৎ দেহদৈহিক-সুখবাসনা, এমন কি মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত) বর্জ্জন পূর্ব্বক একান্ত (শ্রীযুগলকিশোরে একনিষ্ঠ বা শরণাপন্ন) হইতে পারিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই প্রেমভক্তিলাভে অধিকারী"। এই অভিপ্রায়ে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় একান্ত ভক্তের রীতি বলিতেছেন—জলবিনা ইত্যাদি—মৎস্য যেমন জল বিনা ছটপট করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে প্রেম বিনা ঐকান্তিক ভক্তের অবস্থাও তদ্রূপ হয়। চাতক জলদ-গতি—চাতক যেমন প্রাণ গেলেও মেঘনির্মুক্ত জল ভিন্ন পান করে না, ঐকান্তিক ভক্তও সেইরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও প্রেমামৃতবর্ষি শ্রীযুগলকিশোরের প্রেমবারি ভিন্ন অন্য কিছু আস্বাদন করেন না ॥ ৮১ ॥

মরন্দ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেম,
পতিব্রতা জনের যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এই মত প্রেমভক্তি-রীতি ॥৮২॥
বিষয় গরলময়, তাতে মান সুখচয়,
সে না সুখ দুঃখ করি মান।
গোবিন্দ-বিষয় রস, সঙ্গ কর তার দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥৮৩॥

মরন্দ ভ্রমর যেন ইত্যাদি—ভ্রমরের নিষ্ঠা যেমন পুষ্প-মকরন্দে, চকোরের নিষ্ঠা যেমন চন্দ্রের সুধাতে পতিব্রতা রমণীর নিষ্ঠা যেমন পতিতে, ঐকান্তিক ভক্তের নিষ্ঠা সেইরূপ একমাত্র যুগলকিশোরের চরণারবিন্দে ॥ ৮২ ॥

মনঃশিক্ষা—

বিষয় গরলময়—প্রাকৃত বিষয় সকল বিষময়। গোবিন্দ বিষয় রস—ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তুর নাম বিষয়। শ্রীগোবিন্দের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ" এই সকল বিষয়ই রসস্বরূপ অর্থাৎ পরমানন্দময়। সঙ্গ কর তার দাস—রে মন। যদি এই সকল বিষয় আস্বাদনে সুখী হইতে চাও, তবে শ্রীগোবিন্দের ভক্ত সঙ্গ কর ॥ ৮৩ ॥

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণকে বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ বিমুখ জনে, স্ফূর্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥৮৪॥
অজ্ঞান-বিমূঢ় যত, নাহি লয় সত মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তি হীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥৮৫॥

দৃষ্টি করি—শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং প্রেমাচরণং দৃষ্ট্বা ॥ ৮৪ ॥

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট ইত্যাদি—কৃষ্ণ বহির্মুখ বহু দুষ্ট জন আছে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রেমাচরণ দর্শন করিয়া রুষ্ট হয়, প্রেমিক ভক্তগণের প্রেমানন্দোত্থ নৃত্য-গীত-হাস্য-রোদনাদি গুণ সকলকে দোষ (উন্মাদোত্থ) বলিয়া মনে করে। হেন ধনে—প্রেমরূপ মহাধন ॥ ৮৪ ॥

অজ্ঞান-বিমূঢ় যত ইত্যাদি—যাহারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতুক অবিদ্যা কুহকে মোহদশা প্রাপ্ত অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়" ইত্যাদি মায়া বিবর্ত্তে নিপতিত, তাহারা মায়াতীত সাধুভক্তগণের উপদেশ গ্রহণ করে না। অহঙ্কারে না জানে আপনা—ঐ সকল বহির্মুখজন আমি কর্ত্তা আমি ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি

আর সব পরিহরি, পরম নাগর হরি,
সেব মন করি প্রেম-আশা।
এক ব্রজরাজ-পুরে, গোবিন্দ রসিকবরে,
করহ সদাই অভিলাষা ॥৮৬॥
নরোত্তম দাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর, মিছায় হইলুঁ ভোর,
দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া ॥৮৭॥

এক ব্রজপুরে—ব্রজমণ্ডলে ইত্যর্থঃ । ৮৬ ।

মায়াময় অহঙ্কার হেতু, "আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস" এই নিজ স্বরূপ জানিতে পারে না । ৮৫ ।

এক ব্রজরাজ পুরে ইত্যাদি—একমাত্র ব্রজধামে ব্রজ-বিহারী রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সতত অভিলাষী হও । ৮৬ ।

"শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্গ জনিত সৌভাগ্য ব্যতিরেকে বৈমুখ্য দোষ দূরীভূত হইয়া মায়াবিবর্ত্তরূপ দেহাভিমান বিনষ্ট হয় না এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভের নিমিত্ত ও শ্রীযুগলের মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত লালসা জন্মে না"—এই অভিপ্রায়ে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় দৈন্য সহকারে বলিতেছেন—নরোত্তম ইত্যাদি । ৮৭ ।

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন লীলাস্থল,
স্বপ্রাকশ প্রেমানন্দ ঘন ।

স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীবৃন্দাবন-মহিমা বর্ণন করিতেছেন ।—বচনের অগোচর—অনির্ব্বচনীয় । শ্রীরাধামাধবের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবন (প্রকট অপ্রকট উভয় প্রকাশই) স্বরূপে সচ্চিদানন্দ ময় এবং কৃষ্ণ প্রেম-বিভাবিত কলেবর অতএব স্বপ্রকাশ * । যাহাতে প্রকটসুখ নাহি জরামৃত্যুদুঃখ—শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় তত্রত্য স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই সচ্চিদানন্দময় সকলেরই কলেবর কৃষ্ণপ্রেম-বিভাবিত ; অতএব মায়াতীত বলিয়া তাঁহাদের জরামৃত্যু নাই । তবে আমাদিগের পরিদৃশ্যমান শ্রীবৃন্দাবনধামের মনুষ্য পশুপক্ষী-প্রভৃতি বৃক্ষলতাদির যে জরামৃত্যু দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই,—শ্রীবৃন্দাবনের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ প্রাকৃত লোচনের গোচরীভূত নহে বলিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাকৃতনেত্রে প্রাপঞ্চিক জগতের তুল্যরূপে দৃষ্ট হয় (—"অত্র তু যৎ প্রাকৃত প্রদেশ ইব রীতয়োঽবলোক্যন্তে তত্তু শ্রীভগবতীব স্বেচ্ছয়া লৌকিক-লীলাবিশেষাঙ্গীকারনিবন্ধনমিতি জ্ঞেয়ম্"—শ্রীকৃঃ সঃ ১৭২) । আর লোকলোচনের গোচরীভূত বৃন্দাবনীয় প্রকাশ-বিশেষ প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ মিশ্রিত ; শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালেও

---

* "গোবিন্দ শরীর নিত্য" এই ত্রিপদী ব্যাখ্যায় ৬৬ পৃষ্ঠায় বৃন্দাবনের তত্ত্ব দেখুন ।

যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যুদুঃখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ ॥ ৮৮ ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহ প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম,
যাহার হিল্লোল রসসিন্ধু।

শ্রীবৃন্দাবনং বিশিনষ্টি "বচনের অগোচর" ইত্যাদিনা। বচনের অগোচর—অনির্ব্বচনীয়ং, নির্ব্বক্তুমশক্যমিত্যর্থঃ ।৮৮।

ঈদৃশ মিশ্রভাব প্রমাণিত আছে (—"ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাকৃতদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি, অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিক-মিশ্রত্বাৎ"—লঘুতোষণী ১০ ২৯।৮)। অতএব দৃশ্যমান প্রকাশে যে সকল প্রাপঞ্চিক দেহধারী মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি ও বৃক্ষলতাদি আছে, তাহারাও শ্রীধাম প্রভাবে প্রাপঞ্চিক দেহাবসানে সচ্চিদানন্দময় দেহ অবশ্য প্রাপ্ত হইবে (—"ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবো পক্ষি-বৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ। যে বসন্তি মমাধিষ্ণ্যে মৃতা যান্তি মমালয়ম্।"—বৃঃ সঃ ১০৬ অঃ)। এই অভিপ্রায়ে শ্রীবৃন্দাবনীয় দৃশ্যমান জরামৃত্যুধর্ম্ম-সম্পন্ন স্থাবর জঙ্গম সকলেরও ভাবী সচ্চিদানন্দময় দেহের অপেক্ষায় "নাহি জরামৃত্যুদুঃখ" ইত্যাদি স্বরূপ বুঝিতে হইবে। ৮৮।

যাহার হিল্লোল রসসিন্ধু—শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলারস-সাগরের তরঙ্গ স্বরূপ। চকোর-নয়ন-প্রেম ইত্যাদি—হে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল! তোমাদের পরস্পরের মুখচন্দ্রের

চকোর-নয়ন প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান,
পিরীতি-সুখের দুঁহ বন্ধু ॥৮৯॥
রাধিকা প্রেয়সীবরা, বাম দিকে মনোহরা,*
কনক-কেসর-কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্তসাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী,
মণিময় আভরণ পরে ॥ ৯০ ॥

যুবয়োর্মুখচন্দ্রয়োশ্চকোরাবিব যে নয়নে তয়োঃ প্রেমাণং রতিকামৌ ধ্যায়তঃ। যাহার হিল্লোল ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনস্থ সম্বন্ধে লীলারস এব সিন্ধুস্তস্য তরঙ্গরূপঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমা। ৮৯।

নীলপট্ট—কৃষ্ণবর্ণ-সাদৃশ্যেন। অনুরাগে—অনুরাগেণ হেতুনা। বামা—বাম-স্বভাবা। ৯০।

মাধুর্য্যামৃতপায়ী চকোরযুগল-সদৃশ পরস্পরের যে নয়নযুগল, তত্তুল্য প্রেমলাভের নিমিত্ত কাম ও রতি সতত ধ্যান করিতেছে।
অনুরাগে ইত্যাদি—শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণানুরাগহেতু রক্তবর্ণ সাড়ী পরিধান করতঃ কৃষ্ণবর্ণ সাদৃশ্য হেতু রক্তসাড়ীর উপর নীল পট্টবস্ত্রের ওর্ণা পরিধান করেন। অনুরাগ অন্তরের বস্তু বলিয়াই রক্তসাড়ী অন্তরীয় বস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। ৯০।

* পাঠান্তর—বামা দিকে মনোহরা। অথবা বাম অঙ্গে মনোহরা।

করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুঁহু ধ্যান,
আনন্দে মগনা সহচরী।
বেদবিধি অগোচর, রতন-বেদীর'পরে
সেব নিতি কিশোর কিশোরী ॥২১॥
দুর্ল্লভ ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে।
ছার অন্য ক্রিয়াকর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ ধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদ দ্বন্দ্বে ॥২২॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
শ্রীনন্দ-নন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশ জনম বিকার ॥২৩॥

আনন্দে ইত্যাদি—সখ্য এবং কৃপা আনন্দে মগ্না ভবন্তি ।২১।

করয়ে লোচন পান ইত্যাদি—সখীগণ সেই প্রেমিক যুগলের রূপমাধুর্য্য নয়ন দ্বারা পান করিয়া এবং লীলামাধুর্য্য পান করিয়া আনন্দে নিমগ্না থাকেন। অতএব হে মন! যদি আনন্দ আস্বাদন করিতে চাও, তবে শ্রীবৃন্দাবনে রত্নবেদী উপর বিরাজমান বেদবিধি অগোচর শ্রীকিশোর-কিশোরীকে সতত সেবা কর।

।২১—২৩।

দেহে না করিহ আস্থা, সন্নিকটে যম শাস্তা,
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধুশাস্ত্র মত যজ,
যুগল চরণে কর রতি ॥২৪॥
জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥২৫॥

দেহে না করিহ আস্থা—দেহেইস্মিন্ আস্থাং মা কুরু, দেহাভিমানং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ।২৪।

দেখিয়া শুনিয়া—পূর্ব্বোক্ত "বিষয় গরলময়" ইত্যাদি স্থলে বর্ণিত প্রাকৃত বিষয়ের বিষময় ফল, জন্ম-মরণাদি সংসার যন্ত্রণা ও দেহের অনিত্যতা সাক্ষাৎ দেখিয়া এবং শাস্ত্রাদিতে শুনিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সাধু ও শাস্ত্রমতানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল চরণ ভজনা কর ।২৪॥

জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড উভয়ই ভক্তি বিবর্জ্জিত বলিয়া কেবল দুঃখময়। নানা যোনি সদা ফিরে—জ্ঞানীগণ অভিমান হেতু "ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্" এই তিনির অনাদর নিবন্ধন, মুক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনঃ কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হয় ও জন্মাদি দুঃখ ভোগ

রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য জনে বলে পতি,
প্রেমভক্তি রীতি নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার জীবনে ॥৯৬॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ ॥৯৭॥

নাহি শুনি—শ্রবণং ন কুর্য্যাম্। পরমার্থ তত্ত্ব জানি—পরমার্থতত্ত্বং জ্ঞাতব্যম ॥ ৯৬ ॥

করে। কর্ম্মীগণ স্বকৃত বিবিধ কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ ও সুখ বা দুঃখ-রূপ কদর্য্য কর্ম্মফল ভোগ করে ॥ ৯৫ ॥

অন্য জনে বলে পতি—কর্ম্মী, পরমপতি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া শিব ব্রহ্মাদি অন্য দেবতাকে পতি বলে। নাহি ভক্তির সন্ধান ইত্যাদি—ভক্তি কি বস্তু, ভক্তি করিলে কি হয় এবং কাহাকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য"—ইহার অনুসন্ধান না জানিয়া পরমধ্যেয় শ্যামসুন্দর শ্রীমদনমোহনকে ভুলিয়া কর্ম্মী অন্যদেবতাকে ধ্যান করে ॥ ৯৬ ॥

তার কথা—জ্ঞানী ও কর্ম্মীর কথা শুনিবে না। পরমার্থতত্ত্ব ইত্যাদি—প্রেমভক্তিই ভক্তগণের প্রাণ ধন, এই প্রেমভক্তিকে পরম পুরুষার্থতত্ত্ব বলিয়া জানিবে ॥ ৯৭ ॥

জগত-ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মূরতি লীলা কথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥৯৮॥
পরম নাগর কৃষ্ণ, তাতে হও সতৃষ্ণ,
ভজ তারে ব্রজভাব লঞা।
রসিক-ভকত-সঙ্গে, রহিব পিরীতি রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়া ॥ ৯৯ ॥
শ্রীগুরু ভকত জন, তাহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত, হইয়া তাহার যূথ,
সদাই বিহরে ব্রজপুরে ॥১০০॥

তারে শ্রীকৃষ্ণম্। পিরীতিরঙ্গে—যুগল-প্রেমকথা-রঙ্গেণ ॥৯৯॥

জগত-ব্যাপক হরি—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বেশ্বর। অজ ভব আজ্ঞাকারী—শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শিব সংহার করেন। মধুর মূরতি লীলাকথা—শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ামক, তথাপি তদীয় শ্রীবিগ্রহ ও লীলাকথা পরম মাধুর্য্যময়, চিত্ত সম্ভ্রমকারী-ঐশ্বর্য্যানুরূপ নহে। অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ হইতে ইহাই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।
॥ ৯৮—৯৯ ॥

লীলারস-কথা গান, যুগলকিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥১০১॥

আন কথা না বলিব, আন কথা না শুনিব,
সকলি করিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা,
ইহা বিনা সকলি অনর্থ ॥১০২।

কথা অনুসারে—শাস্ত্রকথানুসারেণ। হইয়া তাহার যূথ—সখীনাং যূথবর্ত্তিনী ভূত্বা। বিহরে—বিহারং কুর্য্যাম্ ॥১০০॥

পরমার্থ—শ্রীকৃষ্ণভক্তিঃ। ইহা লালসা ॥ ১০২ ॥

আরোপিয়া - (মন) অর্পণ করিয়া। কথা অনুসারে—শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক। সখীর সর্ব্বথা মত—সর্ব্ব প্রকারে সখীগণের মতানুবর্ত্তিনী হইয়া ॥ ১০০ ॥

লীলারস কথা গান ইত্যাদি—যুগল-কিশোরের রসময়ী লীলাকথা গান করিব, যুগল কিশোরকে পরাণের পরাণ জীবনের জীবন বলিয়া মনে করিব এবং নিজাভীষ্ট যুগল-সেবা সতত প্রার্থনা করিব ॥ ১০১ ॥

সকলি করিব পরমার্থ—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিই পরম পুরুষার্থ,

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কে বা জানে।
ব্রজপুরে প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য,
ভজ ভজ অনুরাগ মনে ॥১০৩॥

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ-কন্দ,
পরিবার-গোপগোপী-সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম,
সখীসঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে ॥১০৪॥

প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিনু ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী-অনুচরী ॥১০৫॥

কন্দ—মূলং—যার শ্রীগোবিন্দস্য ॥ ১০৪ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্তি কথাই বলিব ও শুনিব এবং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতেই ইন্দ্রিয় সকলকে নিযুক্ত রাখিব। ১০২-১০৩।

পরম আনন্দ—অখণ্ড পরমানন্দ রসময় বিগ্রহ। ধাম—বাসস্থান। ১০৪।

প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই ইত্যাদি—রে ভাই মন। প্রেমভক্তির তত্ত্ব অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনরীতি সকল এপর্য্যন্ত তোমাকে বলিলাম তুমি অন্য সকল দুর্ব্বাসনা (স্বসুখানুসন্ধান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক

সার্থক ভজন পথ, সাধুসঙ্গে অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥১০৬॥
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলা-কথা,
আর যত হৃদয়ের শূল ॥১০৭॥
রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়,
তারে মুই যাই বলিহারি ॥১০৮॥

শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় কর। তাহা হইলে শ্রীগুরু কৃপাতে এইসব (পূর্ব্ব বর্ণিত) ভজন-প্রণালী প্রাপ্ত হইবে এবং সিদ্ধাবস্থায় সখীগণের অনুচরী হইয়া সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ করিতে পাইবে। ১০৫।

"প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি"—ইহার অর্থ ৫ম ত্রিপদী ব্যাখ্যায় ৯—১০ পৃষ্ঠায় দেখুন। ১০৬।

বিষয় বিপত্তি জান—হে মন! প্রাকৃত বিষয় সকলকে বিপদ বলিয়া জান। সংসার স্বপন মান—সংসারকে স্বপ্নবৎ মায়ার

জয় জয় রাধা-নাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
কৃষ্ণ-সুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধা গুণগান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥১০৯॥
তার ভক্ত-সঙ্গ সদা, রসলীলা-প্রেম-কথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তার নাম ॥১১০॥
কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ্ব ॥১১১॥

কুহক মনে কর। অনুরাগে ভজ সদা ইত্যাদি—প্রেমবিভাবিত চিত্তে রাত্রিদিন লীলা-কথা আস্বাদনই রাগানুগীয় সাধকের পরম উপাদেয় ভজনাঙ্গ, এতদ্ব্যতীত অন্য সবই তাঁহাদের হৃদয়ের শূল পীড়াদায়ক। ১০৭-১০৮।

নিধি—সাগর। মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের সুখবিলাসের সাগর অর্থাৎ অফুরন্ত আধার স্বরূপা ("কিবা কৃষ্ণ ক্রীড়া-পূজার বসতি নগরী"—শ্রীচৈঃ চঃ)। ১০৯।

অহঙ্কার অভিমান, অসৎ-সঙ্গ অসৎ জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥১১২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি-মতি ভাবে সেব,
প্রেম-কল্পতরু-দাতা।
ব্রজরাজ-নন্দন, রাধিকা জীবন-ধন,
অপরূপ এই সব কথা ॥১১৩॥

অহঙ্কার অভিমান ইত্যাদি—"বিদ্যাধনাগার কুলাভিমানিনো দেহাদি-দারাত্মজ নিত্যবুদ্ধয়ঃ। ইহৈব দেবান্ ফলকাঙ্ক্ষিণো যে জীবন্ত,তাস্তে ন লভন্তি কেশবং।" "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" ইতি শ্রীমদ্ভাগবতোক্তেঃ ॥১১২॥

ভাব—রাধিকার। ইহাতে—সতত শ্রীরাধিকার ভক্ত-সঙ্গে রসময়ী লীলাকথা ও প্রেমকথাতে। ১১০—১১২।

শ্রীগৌরোপাসনা কর্ত্তব্যতা—

পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাব্যতিরেকে ব্রজপ্রেম লাভ সুদূর পরাহত, বিশেষতঃ শ্রীগৌরচরণাশ্রিত না হইলে শ্রীরাধা-চরণের দাস্য প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব। এজন্য শ্রীগৌর ভজনের

নবদ্বীপে অবতরি, রাধা-ভাব অঙ্গী-করি,
তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচী-গর্ভে পরকাশি,
সঙ্গে লঞা পারিষদগণ ॥১১৪॥
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কি ভাবে কান্দয়ে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত সমাজ ॥১১৫॥

অতএব কর্ত্তব্যতা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরতত্ত্ব বর্ণন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ইত্যাদি। ১১৩।

তিন বাঞ্ছা—শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমা কি প্রকার? শ্রীরাধা স্বীয় প্রেম দ্বারা যে মদীয় মধুরিমা আস্বাদন করেন সেই মধুরিমাই বা কি প্রকার? এবং প্রেম দ্বারা মদীয় মধুরিমা আস্বাদনে শ্রীরাধিকা যে সুখানুভব করেন সেই সুখই বা কি প্রকার? এই তিন বাঞ্ছা (—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈব") ইত্যাদি—শ্রীচৈঃ চঃ। ১১৪।

নিজ কাজ—শ্রীরাধাপ্রেম দ্বারা স্বমাধুর্য্য আস্বাদন ও আনুষঙ্গিক ভাবে জগতে রাগানুগাভক্তি প্রচারণ। ১১৫।

গোপতে সাধিবে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্য সদা।
করি হরি সংকীর্ত্তন, সদাই বিভোল মন,
ইষ্টলাভ বিনু সব বাধা ॥১১৬॥
সংসার বাটোয়ারে, কাম-ফাঁসে বান্ধি মারে,
ফুৎকার করহ হরিদাস।
করহ ভকত সঙ্গ, প্রেম-কথা-রস-রঙ্গ,
তবে হয় বিপদ-বিনাশ ॥১১৭॥

অসচ্চেষ্টা-কষ্ট-প্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ প্রকামং কামাদি প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ। গলে বদ্ধাহন্যেহহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপ-গণে কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ১১৭ ॥

রাগানুগীয় সাধন—

গোপতে সাধিবে সিদ্ধি—রাগানুগীয় সাধক গুপ্তভাবে অর্থাৎ মনে মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া রাত্রিদিন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জসেবা চিন্তা করিবেন। সাধন নবধা ভক্তি—এবং সাধকদেহে নববিধা সাধনভক্তির অঙ্গ সকল যথাযোগ্য ভাবে (অন্তশ্চিন্তিত-সিদ্ধদেহের সেবার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া) অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ১১৬ ॥

মনঃশিক্ষা—

রে মন। অনাদি কাল হইতে সংসাররূপ বাটপারে

স্ত্রী-পুত্র বালক কত, মরি যায় শত শত,
আপনাকে হও সাবধান।
মুঞি সে বিষয় হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥১১৮॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
হয় জন্ম যদি পুন, তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥১১৯॥

তোমাকে গলদেশে কাম-ফাঁসে আবদ্ধ করিয়া মরিতেছে। তুমি শীঘ্র কৃষ্ণভক্তগণকে ফুৎকার (উচ্চৈঃস্বরে নিজ দুঃখ নিবেদন) করিয়া ডাক, একমাত্র তাঁহারাই তোমাকে পরিত্রাণ করতে সমর্থ ॥ ১১৭-১১৮ ॥

রসিকভক্ত সঙ্গনিষ্ঠা—

স্বজাতীয়-আশয় বিশিষ্ট রসিক ভক্ত-সঙ্গে সতত শ্রীযুগল বিলাস-রসকথা-আস্বাদনই রাগানুগীয় সাধকের প্রধান উপ-জীবিকা ; সুতরাং তাদৃশ রসিকভক্ত সঙ্গ নিরন্তর প্রার্থনীয়। এই অভিপ্রায়ে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বীয় পরম অন্তরঙ্গ শ্রীরাম-চন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ বিরহিত হইয়া জন্মান্তরেও তদীয় সঙ্গলাভের আকাঙ্খা করিতেছেন ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার
ভাবার্থ সমাপ্ত।

আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইব সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ মোর দোষ,
প্রণমোহ ভক্তের চরণে ॥১২০॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে বোলান যে বাণী।
তাহা কহি—ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥
লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীপাদ নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়-বিরচিতা
"শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা"
সমাপ্তা।